ইসলাম, ভালবাসা এবং বিবাহ: নতুন যুগের নতুন পছন্দ

শান্তি রোজারীও এবং জীওফ্রে স্যামুয়েল
Santi Rozario and Geoffrey Samuel

যুক্তরাজ্যে এবং বাংলাদেশে বসবাসরত তরুন/ তরুনীদের নিয়ে গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল

Project funded by Economic and Social Research Council, UK

বডি, হেল্থ এবং রিলিজিয়ন গবেষণা দল (BAHAR)

কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাপত্র ১

পরিবর্ধিত সংস্করণ, মার্চ ২০১১

ইসলাম, ভালবাসা এবং বিবাহ: নতুন যুগের নতুন পছন্দ

বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের তরুন বাংলাদেশী শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল (মার্চ ২০১১)

সূচীপত্র

১. সাধারণ ভূমিকা..... ৩
২. গবেষণা জনগোষ্ঠী ৪
৩. বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশী ইসলাম..... ৫
পূর্ব বঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ১৯৭০ পর্যন্ত..... ৫
স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি এবং পরিচিতির নির্মাণ..... ৫
জামায়াত ইসলামী এবং বাংলাদেশে ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন..... ৬
বাংলাদেশে তাবলীগী জামায়াত এবং ইসলামিক সংস্কার..... ৭
৪. বৃটেনে বাংলাদেশী..... ৮
বৃটিশ বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী..... ৮
বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে ইসলাম..... ৯
তাবলীগী জামায়াত..... ৯
জামায়াত ইসলামী, হিজবুত তাহরীর এবং বৃটেনের রাজনৈতিক ইসলাম..... ৯
হিজাজ কমিউনিটি..... ১০
ইসলামিক সার্কেল, সিটি সার্কেল এবং নন এলাইন মুসলিম..... ১১
৫. সাম্প্রতিক ইসলাম: আধুনিকতাবাদী, ইসলামীকতাবাদী, নয়া-মৌলবাদী?..... ১২
টার্মিনোলজীর প্রশ্ন..... ১২
বৃটিশ বাংলাদেশী যুব সমাজ কেন আধুনিক ইসলামের দিকে ঝুঁকছে?..... ১৩
বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে লিঙ্গীয় বিষয়..... ১৪
বাংলাদেশের যুব সমাজ কেন আধুনিক ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে?..... ১৬
৬. ইসলামিক ধর্মানূরাগ এবং পরিবার: 'ঐতিহ্যবাহী' ইসলাম থেকে 'বিষুদ্ধ' ইসলাম ১৭
তরুন বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে পরিবার ও ইসলাম..... ১৮
বাংলাদেশী পরিবারের বিরুদ্ধে ইসলাম..... ২০
৭. ইসলামিক বিয়ে: অনিশ্চিত একটি পৃথিবীতে নিরাপদ স্থান..... ২০
বাংলাদেশে নিরাপত্তার বিষয়..... ২১
তরুন বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে নিরাপত্তা..... ২২
৮. কসমোপলিটন সচেতনতা, পশ্চিমা বিরোধী সমালোচনা এবং বিকল্প আধুনিকতা..... ২৪
৯. উপসংহার..... ২৬
রেফারেন্স..... ৩১

১. সাধারন ভূমিকা[1]:

চ্যালেঞ্জ অব ইসলাম: ইয়াং বাংলাদেশী, ম্যারিজ এন্ড ফ্যামিলি ইন বাংলাদেশ এন্ড দ্যা ইউকে - এই গবেষণা প্রকল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের মুসলিম যুব সমাজের বিয়ে এবং পরিবার বিষয়ক ভাবনা চিন্তাকে কেন্দ্র করে। এই প্রকল্পের অর্থায়নে ছিল ইকোনমিক এন্ড সোস্যাল রিসার্স কাউন্সিল (ইএসআরসি, ইউকে)। ইএসআরসি তিন বছরের অর্থায়ন মঞ্জুর করেছিল যা শেষ হয় মার্চ ২০১১[2]।

'চ্যালেঞ্জ অব ইসলাম: ইয়ং বাংলাদেশী, ম্যারিজ এন্ড ফ্যামিলি ইন বাংলাদেশ এন্ড দ্যা ইউকে` এই প্রকল্প বডি, হেল্থ এন্ড রিলিজিয়ন বিষয়ক গবেষণা দলের বেশ কিছু গবেষণার মধ্যে অন্যতম। এই প্রকল্পটি কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং ধর্ম বিভাগের একটি প্রকল্প। এই গবেষণা প্রকল্পের জন্য যে দল কাজ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে দুজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবীদ। প্রধান গবেষক হিসেবে ছিলেন শান্তি রোজারীও এবং সহযোগী গবেষক হিসেবে ছিলেন জিওফ্রে স্যামুয়েল। এই প্রকল্পে বুলবুল সিদ্দিকী ছিলেন খন্ডকালীন গবেষণা সহকারী হিসেবে এবং আলভীনা গিলানী ছিলেন খন্ডকালীন অফিস সহকারী হিসেবে।

এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে যেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে বৃটেন এবং বাংলাদেশী মুসলমান যুবসমাজের মধ্যে বিয়ে, পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনার রুপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তর দেখার ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সাম্প্রতিক ইসলামিক এবং 'মৌলবাদী' কিছু দলের কর্মকান্ডের প্রভাব কে। যেখানে তারা নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে থাকে এবং যাদের সবার আদর্শ প্রভাবিত হয় - নবী মোহাম্মদ দ্বারা। নবীর দিকনির্দেশনা কিভাবে বর্তমান দিনের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা যায়, সেই দিকে তারা জোড় দেয়। এখানে আমরা 'আধুনিকতাবাদ' (Modernity) প্রত্যয়টি খুব সাধারণ অর্থে ব্যবহার করব।

আমাদের গবেষণা প্রস্তাবনাতে আমরা প্রস্তাব করেছিলাম যে, ইসলামের এই ধরনের আধুনিকতাবাদী ব্যাখ্যার বিশেষ একটি দিক তরুন বাংলাদেশী ও অন্যান্যদের কাছে একধরনের আবেদন তৈরি করে এবং তা হল আধুনিকতাবাদী ইসলামের মাধ্যমে এ যুগের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা। এই সবই আমাদের বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে। আমরা মনে করি বর্তমান সময়ে মুসলিম যুব সমাজের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও নিজস্বতা নির্মিত হচ্ছে ইসলামিক বিয়ে এবং পরিবারের ধারণার পাশাপাশি একক পরিবার ও ভালবাসার পশ্চিমা ও সেক্যুলার ধারণারও মাধ্যমে।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটিশ মুসলমানদের নিয়ে সংগঠিত গবেষণায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যেখানে এথনিসিটির বিষয়কে গৌণ বা গুরুত্বহীনভাবে দেখা হয়েছে[3]। যদিও যুবসমাজকে কেবলমাত্র তাদের এথনিক উৎস বা তার মাধ্যমে বিবেচনা করাটা সমস্যাজনক, এবং বৃটেনে বিভিন্ন এথনিক যুবসমাজের মধ্যে এক ধরনের সাধারণ পরিচিতির নির্মাণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমরা সুচিন্তিতভাবে গবেষণা বিষয় হিসেবে ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছি। বাংলাদেশ এবং ব্রিটেনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করা আমাদের খুব বেশী ইচ্ছে ছিল না, যদিও এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য এবং বিভাজন রয়েছে কিন্তু সামগ্রীকভাবে উভয়দেশের যুব সমাজ কিভাবে দুটি ভিন্ন ধরনের সমাজে বসবাস করেছে সেটা দেখার একটি প্রয়াস ছিল।

সামগ্রীকভাবে এই বিষয়টিকে বিবেচনা করা প্রয়োজন বিশেষ করে বিয়ের ক্ষেত্রে কেননা বৃটেনে বসবাসরত তাদের আগের প্রজন্ম প্রায়ই, বিভিন্ন কারণে তাদের সন্তানদের বিয়ে দিয়ে থাকতেন বাংলাদেশে তাদের নিজ সমাজে। আমরা দেখতে পাই বৃটেনের

---

[1] এই গবেষণা প্রকল্পের প্রাথমিক রিপোর্ট বের করা হয় ৭ই জানুয়ারী, ২০১১ শুক্রবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব সংস্কৃতি বিভাগের সহায়তায় আয়োজিত সেন্টার ফর ইন্টার রিলিজিয়াস এন্ড ইন্টার কালচারাল ডায়ালগ এ অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালাতে। পরিবর্ধিত সংস্করণ বের হয় ২৩ মার্চ, ২০১১ বুধবার, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অপর একটি কর্মশালায়। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম এবং মুসলিম কাউন্সিল অব ওয়েলস এর সেলিম কিদওয়াই কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই কর্মশালা আয়োজনে তাদের সহায়তা এবং কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য। এই রিপোর্টটি অনলাইনে পাওয়া যাবে www.bodyhealthreligion.org.uk/BAHAR/ এবং ESRC Society Today website.

[2] 'চ্যালেঞ্জ অব ইসলাম: ইয়ং বাংলাদেশী, ম্যারিজ এন্ড ফ্যামিলি ইন বাংলাদেশ এন্ড দ্যা ইউকে (RES-062-23-0616)

[3] কয়েকটি গবেষণা কাজ দক্ষিন এশিয়ার মুসলমানদের উপর করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও এই গবেষণাগুলোর মধ্যে অধিক প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী প্রীতির একটি প্রবণতা রয়েছে। অথচ যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী এবং পাকিস্তানী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাৎপর্যপূন কিছু বিভাজন রয়েছে যেমন জ্ঞাতি সম্পর্ক, পরিবারের কাঠামো এবং ধর্মীয় চর্চার ক্ষেত্রেও।

অনেক বাংলাদেশী পরিবারের মধ্যে সন্তান এবং পিতা-মাতার মধ্যে টানাপোরনের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা একটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের অনেক পরিবারে, অভিবাসন এর সম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে, হোক এটা বিয়ের মাধ্যমে বা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে এবং চাকুরীর মাধ্যমে ।

ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশ এবং ডায়াসপোরার মধ্যেকার যোগসূত্রতাও একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। ব্রিটেনে বসবাসরত অনেক বাংলাদেশীরা দেশে অবস্থানরত তাদের পীর এবং ধর্মীয় সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের ইসলামিক চর্চার মধ্যে অনেক রূপান্তরের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে বিশেষ করে সিলেটে। এই ক্ষেত্রে তারা প্রায়ঃসই তাদের পরিবারের সদস্যদের আধুনিকতাবাদী ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং স্থানীয় পীর এবং মাজার সংস্কৃতি কে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

আমাদের প্রকল্পের অর্থায়ন শেষ হয় মার্চ ২০১১। আগামী কয়েক বছর পর্যন্তা আমরা এই প্রকল্পের তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে প্রবন্ধ এবং বই প্রকাশ করার প্রত্যাশা করছি। তবে আমরা ভাবলাম যে প্রকল্পের কিছু ফলাফল বাংলাদেশ এবং বৃটেনে বসবাসরত অধিবাসীদের জানানোর একটি ভাল সময় এখন। এরই অংশ হিসেবে গত ৭ জানুয়ারী ২০১১ তে, বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের সহায়তায় এবং অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম এর পরিচালনায় প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে একটি আলোচনা (ডিসেমিনেশন) অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। এটি অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার রিলিজিয়াস এন্ড ইন্টার কালচারাল ডায়ালগ এর সম্মেলন কক্ষে এবং এখানে গবেষণার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এই ধরণের ২য় আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২৩ মার্চ ২০১১, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটি পরিচালনা করেন মুসলিম কাউন্সিল অব ওয়েলস এর সেলিম কিদওয়াই। এই আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক হয়ায়তা করে, মুসলিম কাউন্সিল অব ওয়েলস, মুসলিস ইয়ুথ ওয়েলস, ইসলামিক সোসাইটি-কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেন্টার ফর স্টাডি অব ইসলাম ইন দ্যা ইউকে।

২. গবেষণা জনগোষ্ঠী

এই গবেষণায় শান্তি রোজারীও, বুলবুল সিদ্দিকী এবং জিওফ্রে স্যামুয়েল বাংলাদেশ এবং বৃটেনে বসবাসরত ১১২ জন তরুন/ তরুনীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এর পাশাপাশি ৩১ টি ফোকাস দল আলোচানা এবং ২৩ টি নিবিঢ় সাক্ষাৎকার নেয়া হয় ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্যদের। আমরা চেষ্টা করেছি একক তরুন তরুনী বা যুগল দম্পতীর কয়েকবার সাক্ষাৎকার নেবার। যাতে করে তাদের ভালভাবে বোঝা সম্ভব হয় এবং সময়ের সাথে তাদের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনও বোঝা যায় এবং কিছু ক্ষেত্রে একক সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যুগল দম্পতিদেরও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে বিয়ের আগে ও পরে। আমরা বিভিন্নভাবে তাদের পরিবারের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করেছি ।

বৃটেনে আমারা বার্মিংহাম, লন্ডন এবং কার্ডিফের তরুন তরুনীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি যারা সিলেট এবং ঢাকা থেকে এসেছে।

গবেষণা জনগোষ্ঠী নির্বাচন করা হয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে, যেমন ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বিভিন্ন ইসলামিক দলের ইমেইল থেকে, ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে, সহকর্মীদের সহায়তায় এবং বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পরিসরের ইসলামিক চিন্তা ধারার ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানা। বৃটেন এবং বাংলাদেশী উভয় স্থান থেকেই তরুন সমাজ কে বোঝার ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি, যারা খুব গুরুত্ব সহকারে ইসলামিক বিষয়গুলো বিভিন্ন ভাবে চর্চা করে এবং এর সাথে যুক্ত। এছাড়া আমরা এমন তরুন ব্যক্তিদেরও সাক্ষাৎকার নিয়েছি যারা ধর্মীয় বিষয়ের সাথে কম যুক্ত এবং 'সেক্যুলার' জীবন যাত্রার সাথে অভ্যস্ত।

আমাদের বেশীরভাগ সাক্ষাৎকার দুই দেশের মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, শহুরে পটভূমি থেকে নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও আমাদের জনগোষ্ঠী নির্বাচনের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। এর মাধ্যমে এটাও বোঝা যাবে যে, এই যুব সমাজই ধর্মীয় বিষয়ে অনেক বেশী আগ্রহী এবং ধর্মীয় চর্চার ক্ষেত্রে সক্ষম। মুসলিম যুব সমাজের এই ইসলামিক ধ্যান ধারণার প্রতি আগ্রহ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে ইসলামিক সংস্কার আন্দোলন, বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয়, তালীম, ইসলামিক বই অধ্যয়ন, বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া: বিশেষ করে কিছু ইসলামিক টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান। আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যুব সমাজের ইসলামের প্রতি আগ্রহ

তৈরি হবার কারণ গুলো। যেখানে যুব সমাজ সাধারণ ভাবে তার পিতা মাতার চর্চা করা ইসলামের সাথে একটি বৈপরিত্য খুজেঁ পায় এবং এই নতুন ইসলামিক চর্চা বা ধরণ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অংশ হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাদের ব্যাক্তিগত সম্পর্ক, বিয়ে এবং পরিবারের উপর।

উত্তরদাতাদের সংখ্যা, লিঙ্গীয় বিভাজন এবং এলাকার বিস্তারিত নিচের ছকে তুলে ধরা হলো ১ থেকে ৪

	তরুন সমাজ				অন্যান্য উত্তরদাতা	অন্যান্য
	অবিবাহিত		বিবাহিত			
	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ		
বাংলাদেশ	১৬	৩৬	১১	১৪	১৯	৯৬
যুক্তরাজ্য	১০	১৬	৫	৪	৪	৩৯

ছক ১: প্রধান প্রকল্পের উত্তরদাতা[4]

	ফোকাসদল
বাংলাদেশ	২৫
যুক্তরাজ্য	৬

ছক ২: ফোকাসদল (প্রধান পকল্প)

বুলবুল আশরাফ সিদ্দিকী তার পি এইচ ডি গবেষণার অংশ হিসেবে একই গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে আরো ২৮টি সাক্ষাৎকার এবং ৩টি ফোকাসদল আলোচনা করেন। তিনি গবেষণা করছেন বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যে তাবলীগী জামায়াত এর উপর। এগুলোও একই গবেষণা পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে করা হয়েছে যা গবেষণা প্রকল্পের জন্য তথ্য প্রদান করেছে। বিস্তারিত ৩ এবং ৪ নং ছকে তুলে ধরা হলো।

	তরুন সমাজ				অন্যান্য উত্তরদাতা	অন্যান্য
	অবিবাহিত		বিবাহিত			
	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ		
বাংলাদেশ	-	১১	-	৪	৪	১৯
যুক্তরাজ্য	-	৫	১	৩		৯

ছক ৩: উত্তরদাতা (সিদ্দিকীর পিএইডি গবেষণা প্রকল্প)

	ফোকাসদল
বাংলাদেশ	৩
যুক্তরাজ্য	১

ছক ২: ফোকাসদল আলোচনা (সিদ্দিকীর পিএইডি গবেষণা প্রকল্প)

[4] অনেক উত্তরদাতাদের অনেকবার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। প্রকৃত অর্থে সাক্ষাৎকারের সংখ্যা উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে আরো বেশী। কিছু উত্তরদাতা এই গবেষণা প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ।

৩. বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশী ইসলাম

পূর্ব বঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ১৯৭০ পর্যন্ত

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০০৯ এর গণনার হিসেবে প্রায় ১৫৬ মিলিয়ন যার মধ্যে প্রায় ৯০% মুসলমান। বৃটেনে বসবাসরত বেশীরভাগ বাংলাদেশী এসেছে মুসলিম পটভূমি থেকে। এবং বাংলাদেশী সমাজে, গ্রাম এবং শহর উভয় স্থানেই ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের 'প্রথাগত' ইসলাম, বৃহত্তর ভাবে সব বাঙ্গালীদের মধ্যে ইসলাম কে বোঝা হয় বা বনর্না করা হয় সহনশীল সীনক্রিটিসটিক এবং সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হিসেবে। বাংলা অঞ্চলের ইসলাম ধর্মান্তরিত হবার সাথে মহান সুফী শাহ জালাল এবং তার অনুসারীদের ভূমিকা ছিল বলে ধরা হয়। বহু শতাব্দী ধরেই ইসলাম এই অঞ্চলে এমন একটি ধর্মিয় চর্চার মাধ্যমে চলে আসছিল যাকে প্রায়ই হিন্দু চর্চা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেটা না ছিল হিন্দু না ছিল মুসলিম সংস্কৃতি। মূলত এটা ছিল লোক ধর্মিয় চর্চা যা ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করে সবার মাঝেই চর্চিত হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন রীতি রেওয়াজ যেমন বিয়ে, বাচ্চার জন্ম, ফসল তোলার সময়কার আচার প্রথা ইত্যাদি। সুফী এবং মাজার বিবেচিত হতো নিরাময়ের একটি কেন্দ্র হিসেবে। পবিত্র ব্যক্তিবর্গ এখনো গ্রামে যে কোন সমস্যা নিরাময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে উনিশ শতকের প্রথমভাগে পূর্ব বাংলায় ওয়াহাবী দ্বারা উৎসাহিত ইসলামিক সংস্কারক আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। এটি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে শুরু হয় বিশেষ করে বৃটিশ দের অর্থনৈতিক শোষণ এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে ধ্বংশ করে দেবার প্রক্রিয়ার বিরূদ্ধে। ১৮২০ সালে হাজী শরীয়ত উল্লাহ (১৭৮৬-১৮৩১) ফরায়জী আন্দোলন শরু করেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তার অনেক প্রভাব ছিল । এসব ইসলামিক আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৮৬ সালে দেওবন্দে দারুল উলুম নামে নতুন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু ১৯৫০ এর আগ পর্যন্ত এসবের প্রভাব পূর্ব বাংলায় খুব কমই পড়েছিল যখন পূর্ব বাংলা নতুন স্বাধীন হওয়া পাকিস্তানের পূর্ব অংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিশ শতকের প্রথম অর্ধভাগ পর্যন্ত যে ধরনের ইসলামিক আন্দোলন চলেছে পূর্ব বাংলায় তা বেশী গুরুত্ব দিয়েছে মুসলমানদের সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে যারা কিনা এতদিন হিন্দু শাসকদের অধীনে ছিল। এসময় মানুষের ধর্মীয় জীবন উন্নয়ণের ক্ষেত্রটি কম গুরুত্ব পেয়েছে।

তাবলীগী জামায়াত এবং জামায়াত ইসলামী দুটি ধর্মীয় সংস্কারক আন্দোলন শুরু হয়েছিল পাকিস্তান সময়ে যাদের প্রভাব সাম্প্রতিক সময়েও পরিলক্ষিত হয়। তাবলীগী জামায়াত ছিল ধর্ম অনুরাগী একটি আন্দোলন যা আসলে শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালে দেওবন্দীদের প্রভাবে। সরাসরি রাজনৈতিক বিষয়ে তাবলীগী জামায়াত অংশগ্রহণ করে না। তাদের গুরুত্ব থাকে সাধারণ মুসলিমদের ধর্মের নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি প্রধান ইসলামিক রাজনৈতিক দল হিসেবে স্থান করে নেয় জামায়াত ইসলামী। কিন্তু যখন সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-৭৯) জামায়াত ইসলামী এর এই আন্দোলন শুরু করেন, তখন রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার এর পাশাপাশি ধর্মীয় সংস্কার এর দিকেও এর শক্ত অবস্থান ছিল। ১৯৪৮ এর পরপরই জামায়াত ইসলামী এর নেতৃত্ব ছিল মূলত অবাঙ্গালীদের হাতে, বাঙ্গালী নেতৃত্ব শুরু হয় ১৯৫৬ সালে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি এবং পরিচিতির নির্মাণ

১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়ে ওঠার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের একক রাজনৈতিক পরিচিতির নির্মাণের প্রক্রিয়া ধ্বংশ হয়ে যায়। বাংলাদেশী পরিচিতি নির্ধারিত হয় দুটি না বাচক বিষয় দ্বারা, একটি ১৯৪৭ এ ভারত বর্ষের সাথে না থাকা এবং ১৯৭১ এ পাকিস্তান হতে স্বাধীন হওয়া। বাংলাদেশের পরিচিতি নির্মিত হয় প্রাথমিক ভাবে বাঙ্গালী মুসলমান হিসেবে। কিন্তু এটি উন্মুক্ত রয়ে যায় দুটি ক্ষেত্রে, বাঙ্গালী অথবা মুসলমান উভয়ই গুরুত্বপূর্ন হিসেবে আর্বিভূত হতে পারে। এই দুটি বিতর্ক এখনো অমিমাংশিত ভাবে রয়ে গেছে।

এই চিন্তাধারার অংশ হিসেবে বাংলাদেশী রাজনীতিতে দুটি ধারা তৈরি হয়। একটি **বাঙ্গালী** পরিচিতি ভিত্তিক, যেখানে এর সমর্থনকারীরা ছিল বামপন্থী, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সেক্যুলার চিন্তাধারার ব্যক্তিবর্গ। অন্যদিকে ইসলামিক, ডান পন্থী, রক্ষনশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার ব্যক্তিবর্গ যারা **বাংলাদেশী** পরিচিতি কে বেশী গুরুত্ব দেয়। প্রথম অংশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শেখ মুজিবর রহমান প্রতিষ্ঠিত করেন আওয়ামী লীগ, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় এসে সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবরের নির্মম হত্যা সংঘটিত হবার পর সরকার গঠন করে বি এন পি এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তিনি ক্ষমতায় থাকেন ১৯৮১ সালের সামরিক ক্যু এ তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতি এই দুই দলের অদল বদল এর মধ্য দিয়েই চলছে।

বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় শেখ মুজিবর এর সময় একটি সেক্যুলার চিন্তা ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, যেখানে সকল ধর্মকে সমান ভাবে দেখা হয়। এবং কোন নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। ধর্ম ভিত্তিক রজনৈতিক দল স্বাধীন বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়। উল্লেখযোগ্য দল হলো জামায়াত ইসলামী যারা ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানীদের পক্ষে কাজ করে।

জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদের মিলিটারি সরকারের সময়ে সেক্যুলার চিন্তা ভাবনা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সংবিধানের কিছু পরিবর্তন আসে ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে এবং ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা কে মুছে ফেলা হয়। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বিকৃতী দেয়া হয়। এই পরিবর্তন গুলোকে পূর্বতন অবস্থায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার।

প্রকৃতপক্ষে, যদিও বি এন পি আওয়ামী লীগ এর তুলনায় বাংলাদেশী এবং ইসলামী পরিচিতির দিকে বেশী সমর্থন দিয়ে আসছে, কিন্তু কোন দলই ইসলাম এর বিরোধী কোন অবস্থান নেয় নি। এবং কোন দলই বাংলাদেশকে একটি প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্রে পরিনত করার আগ্রহ দেখায় নি।

জামায়াত ইসলামী এবং বাংলাদেশে ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন

বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আন্দোলনকারী তিনটি দল সক্রিয় রয়েছে। একটি জামায়াত ইসলামী এবং অন্য দুটি ইসলামিক দল তেমনভাবে পরিচিত নয়। জামায়াত ইসলামী ব্যতীত অন্যান্য ইসলামিক দলগুলোর বাংলাদেশের রাজনীতেতে তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা নেই[5]। জামায়াত ইসলামী ১৯৭০ এর দশকে নিষিদ্ধ হবার পরে জিয়া সরকারের আমল পর্যন্ত গোপনে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যায়। জামায়াত ইসলামী ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সমগ্র ভোটের প্রায় ১২% ভোট পায় এবং ১৮টি সিট পায় সংসদে।

বর্তমানে জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের একটি সক্রিয় দল, কিন্তু বলা হয় যে তারা সবসময় পাকিস্তানের সাথে তাদের যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। পরবর্তিতে তারা ছাত্র শিবির নামে একটি ছাত্র সংগঠনও গঠন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটিতে এই ছাত্র শিবির বেশ শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে তারা বি এন পি এর সাথে জোট গঠন করে নির্বাচন করে মাত্র দুটি সিট পায় এবং কোনঠাসা হয়ে পড়ে। ২০১০ সালের জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ধর্মীয় রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাদের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় নেতাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার চলছে। তাই দলের ভবিষ্যত একটা অনিশ্চিয়তায় আছে।

তারপরও জামায়াত ইসলামী এর একটি বড় প্রভাব বাংলাদেশ এর রাজনীতিতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে তাদের আবার আগের মত শক্তিশালী অবস্থায় যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সুশিল সমাজ এবং তাদের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এই দলের সাংগঠনিক ভিত্তি বেশ শক্তিশালী। জামায়াত ইসলামী এর অনুসারীরা একদম উপর থেকে নিয়ম মেনে পুরো দলকে নিয়ন্ত্রিত করে। জামায়াত ইসলামী লেলিনের সমাজতান্ত্রিক দলের মডেল অনুসরণ করে দলের মধ্যে প্রশিক্ষণ এবং সফলতার ভিত্তিতে একজন সংগঠক

[5] ছোট ইসলামিক দলগুলো ইসলামিক ঐক্যজোট গঠনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা ২০০১ এর নির্বাচনে ২টি সংসদীয় আসনে বিজয়ী হয়। তারা এসময় জামায়াত ইসলামীর সাথে বিএনপি এর গঠিত চারদলীয় জোটের একটি অংশ হিসেবে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করে। ইসলামী ঐক্য জোটের একটি অংশ, জামায়াত-ই-উলামা ইসলাম বাংলাদেশ এর তাৎপর্যপূর্ন উপস্থিতি যুক্তরাজ্যেও দেখা যায়। ২০০৮ এর সাধারণ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট এর কোন সদস্য নির্বাচিত হতে পারে নি।

এর অবস্থান তৈরি হয়। বাংলাদেশ বি এন পি বা আওয়ামী লীগের মত জামায়াত ইসলামী এর সাংগঠিনিক ভিত্তি দুর্নিতি পরায়ণ বলে ধরা হয় না।

জামায়াত ইসলামী কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করে থাকে, যেমন ইবনে সিনা মেডিক্যাল ক্লিনিক যেখানে তারা দলীয় কর্মীদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে এবং কর্মীদের প্রতি তাদের সুনজর থাকে। এই প্রতিষ্ঠান এবং এই রাজনৈতিক দল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন রকম জনহীতিকর কাজ করে থাকে যাতে তাদের দলের জনপ্রিয়তা বাড়ে। জামায়াত ইসলামী এর ছাত্র সংগঠন যা ছাত্র শিবির নামে পরিচিত, তারা রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী শক্তিশালী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেকেই এর সাথে যুক্ত রয়েছে, এরকম বেশ কয়েকজনের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে এবং তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে তাবলীগী জামায়াত এবং ইসলামিক সংস্কার

বাংলাদেশে সক্রিয় কর্মীর সংখ্যার ভিত্তিতে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তাবলীগী জামায়াত। তাবলীগী জামায়াত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে ভারতে মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৮৮৫-১৯৪৪) এর প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাবলীগী জামায়াত প্রতিষ্ঠার কনটেক্সট ছিল ভারতের মেওয়াতের তৎকালীন হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্কের টানাপোরণ। এই আন্দোলন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যান্য অংশে, বাংলাদেশ পাকিস্তান সহ সমগ্র পৃথিবীতে। তাবলীগী জামায়াত এর কেন্দ্র হচ্ছে নয়া দিল্লীর নিজামউদ্দিন। যেখানে তাবলীগী জামায়াত এর মধ্যে কোন মর্যাদার স্তর নেই সেই রকম একটি ক্ষেত্রেও মোহাম্মদ ইলিয়াসের অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

তাবলীগ জামায়াত নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা সংগঠিত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে, কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য স্থান এবং ভারতীয় উপমহাদেশের তুলনায় বাংলাদেশ এর তাবলীগী জামায়াত এর কর্মকান্ড নিয়ে খুবই কম গবেষণা হয়েছে। আমাদের গবেষণা দলের একজন সদস্য বুলবুল সিদ্দিকী তার পি এইচ ডি গবেষণার বিষয় হিসেবে কাজ করছেন তাবলীগী জামায়াত এর উপর।

বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জায়গায় তাবলীগী জামায়াত দাবী করে যে, তারা অরাজনৈতিকভাবে কাজ করে। তারা শুধুমাত্র ধর্মের প্রতি মানুষকে পুনর্জাগরিত করতে উৎসাহিত করে (আরবীতে বলা হয় *দাওয়াহ* এবং বাংলায় *দাওয়াত*), যে কারণে তারা বিস্তৃত রাজনৈতিক পরিসর থেকে সমর্থন পেয়ে থাকেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এই আন্দোলন জোর দেয় যেন মানুষ তাদের প্রতিদিনকার জীবনে ধর্মানুরাগী হয়ে ওঠে নিয়মিত দাওয়াতী ভ্রমনের মাধ্যমে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষদের উৎসাহিত করা যেন তারা তাদের নবী মোহাম্মদ কে অনুসরণ করে, যেমন করে তিনি তার দাওয়াতের মাধ্যমে ধার্মিকতা বৃদ্ধি করতেন।

মাওলানা আশিক এলাহী এর 'তাবলীগের ৬ নম্বর' বলেন যে তাবলীগী জামায়াত এর অনুসারী কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পালন করতে হবে:

> আল্লাহ এবং তার সত্য ধর্ম কে অনুসরন করার জন্য তাদের কে দুনিয়াবী বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে । এই ক্ষেত্রে একজন বিশ্বাসীকে একদল ইসলাম ধর্ম প্রচারক এর দলে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত, এবং যারা দুনিয়াবী কর্মকান্ডে পথ ভ্রস্ট এবং যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে ভুলে গিয়েছে তাদেরকে সঠিক পথে ডাকার কাজে যুক্ত হতে হবে…[….]। সত্যিকার অর্থে নবীকে অনুসরণ করতে হলে প্রতিটি মুসলমানকে নবীর সকল কর্মকান্ড এর প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে এবং জীবনের সকল কিছুকে সত্য ধর্মের (ইসলাম) দাওয়াতের প্রতি উৎসর্গ করতে হবে (৩৯)।

তাবলীগ জামাতের শিক্ষা গুরুত্ব আরোপ করে প্রকৃত ইসলামিক চর্চা এবং আধ্যাত্মিকতার পূনর্জন্মের উপর। তাবলীগ জামাতের অনুসারীগণ তাদের পিছনের সকল কিছুকে উপেক্ষা করে একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে নব জীবন শুরু করেতে পারে।

তাবলীগ জামাত তার শুরুর দিকে 'হিন্দুয়ানী' প্রক্রিয়া এবং প্রচলিত অনেক চর্চার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল, এর মধ্যে সুফি মাজার ও পীরও ছিল। তাবলীগ জামাত এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেই অন্যান্য অনেক দেশেই তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। যদিও বাংলাদেশী প্রেক্ষাপটে তাবলীগ জামাত এর এই দৃষ্টিভঙ্গি কম গুরুত্বপূর্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশী জনগণ এর মধ্যে সুফি মাজার ও

পীরদের পক্ষে ব্যাপক বিস্তৃত অনুসারী রয়েছে এমনকি সকল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও তাদের প্রতি নুন্যতম শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। তাবলীগ জামাত এর কর্মকান্ডে এই ধরনের চর্চা যা কিনা ইসলাম বিরোধী (বিদাত বা শিরক) হিসেবে দেখা হয়, সেটা রোধে নির্দিষ্ট কোন অবস্থান বা চর্চা দেখা যায় না। যেখানে ঢাকার নিকটবর্তী টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত তাবলীগ জামাত এর বৈশ্বিক ইজতেমাতে প্রতি বছর বেশ কয়েক মিলিয়ন অনুসারীর সম্মেলন দেখা যায়, সেই তুলনায় বাংলাদেশে তাদের মতাদর্শিক প্রভাব খুবই সামান্য।

সিলেট এখানে প্রধান একটি ব্যতিক্রম, যেখানে বৃটেন থেকে বাংলাদেশে ফেরত অনেকেই যারা সংস্কারবাদী ইসলামের প্রতি ঝুঁকে গিয়েছেন, তারা ইসলামকে বিষুদ্ধ করার তাগিদ নিয়েই বাংলাদেশে ফেরত আসে। এটা বলা যাবে না যে, বাংলাদেশে ইসলাম নিয়ে কোন ধরনের টানাপোরণ নাই, বরং এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে যেমন ২০০৪ সালে শাহজালাল মাজারে বোমা হামলা, যাকে দেখা হয় ছোট কিছু কট্টরপন্থি দলের কর্মকান্ড হিসেবে যাদের তেমন কোন ব্যপক সমর্থক গোষ্ঠী নেই।

৪. বৃটেনে বাংলাদেশী

বৃটিশ বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী

বৃটেনে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধ মিলিয়ন। এবং এর মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষ এসেছে সিলেট থেকে। ৬০ এবং ৭০ এর দশকে অনেক লোক সিলেট থেকে বৃটেনে আসে যাদের বেশীর ভাগ আসে অশিক্ষিত গ্রাম্য প্রেক্ষাপট থেকে। বৃটিশ সময়ে সিলেট আসামের একটি অংশ ছিল। পরবর্তীতে সিলেট বাংলাদেশ এর একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং বাংলাদেশে এই এলাকা একটি স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে রয়ে যায়। তাদের শক্তিশালী ধর্মীয় পরিচিতি রয়েছে যা সুফী পীর শাহ জালাল এবং তার অনুসারীদের দ্বারা প্রভাবিত। বলা হয় শাহ জালাল এবং তার অনুসারীগণ ১৪ শতকে এই অঞ্চলের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিল।

দেশ স্থানান্তরের দ্বিতীয় ঢেউটি বিবেচিত হয় বর্তমান সময়ে যাদের বেশীর ভাগ আসছে প্রধানত শিক্ষিত, শহুরে প্রেক্ষাপট থেকে এবং ঢাকা অঞ্চল থেকে। বৃটিশ বাংলাদেশী সমাজের এই দুটি অংশ এসেছে সম্পূর্ন দুটি ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ভিন্ন ভাষাগত এলাকা থেকে যারা তাদের নিজস্ব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে সাধারণত আলাদা থাকে এবং তাদের মেলামেশাও অনেক কম[৬]।

বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশী এবং অন্যান্য দিক থেকেও বাংলাদেশী অভিবাসীরা অন্য এথনিক অভিবাসীদের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বেশীর ভাগ বাংলাদেশী শহুরে ঘনবসতির পূর্ন এলাকায় বসবাস করে। এর মধ্যে বেশীর ভাগ বাংলাদেশী বসবাস করে মুলত লন্ডন, বার্মিংহাম, ওল্ডহ্যাম, লুটন এবং ব্রাডফোর্ড। কার্ডিফ এবং নিউপোর্ট এলাকাতে প্রায় ২০০০ বাংলাদেশী আছে।

বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে ইসলাম

বৃটেনে অবস্থানরত অর্ধ মিলিয়ন বাংলাদেশী দক্ষিন এশিয়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশ। এর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত প্রায় ১.২ মিলিয়ন পাকিস্তানী এবং তাদের বেশীর ভাগ এসেছে কাশ্মীর (মিরপুর) এবং পাঞ্জাব থেকে। এ ছাড়াও রয়েছে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা থেকে আগত প্রায় ৩০০,০০০ মুসলমান। দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একত্রে বৃটেনের মুসলমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ গঠন করে। ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত ভিন্নতার জন্য বাংলাদেশীদের সাথে অন্যান্যদের যোগাযোগ সিমিত হলেও দক্ষিন এশিয়া হতে উদ্ভব ইসলামিক আন্দোলন যেমন তাবলীগ জামাত এবং জামায়াত ইসলামী বৃটেনের সমগ্র দক্ষিন এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

---

[৬] বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা যেমন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম এর কিছু লোকজনও প্রথমদিকের অভিবাসীদের মধ্যে ছিলেন, যাদের সংখ্যা বেশ কম ছিল। যুক্তরাজ্যের জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার বিভাজনের আলোচনা সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন, S. Rozario with S. Gilliat-Ray (2007), 'Genetics, Religion and Identity: A Study of British Bangladeshis (2004-7).' Cardiff University School of Social Sciences Working Paper No.93.

বৃটেনে দক্ষিন এশিয়ার ইসলাম কে দেখা হয় দেওবন্দী বা এতিহ্যবাহী ইসলামীক চর্চা (বেরলভী/ আহলে সুন্নতওয়াল জামায়াত)[৭]। বৃটেন এর মসজীদগুলো সাধারণত পরিচালিত হয় বিভিন্নি ধর্মীয় ঐতিহ্য দ্বারা যেমন দেওবন্দী এবং বেরলভী দল এমনকি দেওবন্দী অনুসারী তাবলীগী জামাত এরে দ্বারা। অনেক মসজীদ এক বা একাধিক এথনিক জনগোষ্ঠী (পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ) দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকে। তেমনি কার্ডিফেও অন্যান্য এলাকার মতই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে দেওবন্দী মসজীদ রয়েছে যারা তাবলীগী জামায়াত কে সমর্থন করে, জামায়াত সমর্থিত মসজীদ রয়েছে এবং আরো প্রথাগত মসজীদও রয়েছে যাদের অনেকগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠী সমর্থিত।

বৃটেনের অধিকাংশ মাদ্রাসা এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান দেওবন্দী মডেল অনুসরণ করে থাকে। একটি ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, হিজাজ কলেজ যা প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের একজন সুফি শেখ এর দ্বারা যেখানে বাংলাদেশী অনুসারীও রয়েছে[৪]।

তাবলীগী জামায়াত

তাবলীগী জামায়াত বৃটেনে সক্রিয়ভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করে যাচ্ছে। তাদের অধিকাংশ অনুসারী হচ্ছে পাকিস্তানী এবং বাংলাদেশীদের সংখ্যাও বেশ রয়েছে। তাদের প্রধান মারকাজ হচ্ছে ডিউসবারীতে কিন্তু অধিকাংশ দক্ষিন এশিয়ার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক বা একাধিক মসজীদ রয়েছে যারা স্থানীয়ভাবে তাবলীগী জামায়াত এর ঘাটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বৃটেনে তাবলীগী জামায়াত এর আন্দোলন গুরুত্ব আরোপ করে মূলত দাওয়াত এবং ধার্মিকতার এর উপর। যদিও এই আন্দোলন বৃটেনে বসবাসরত বাংলাদেশী যুবসমাজের মধ্যে তেমন একটি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

জামায়াত ইসলামী, হিজবুত তাহরীর এবং বৃটেনের রাজনৈতিক ইসলাম

বৃটেনের মুসলমানদের রাজনীতির মধ্যে জামায়াত ইসলামীও একটি সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে আছে, যদিও বাংলাদেশীদের চেয়ে অধিকাংশ সমর্থক মূলত পাকিস্তানী। বাংলাদেশের মতই জামায়াত ইসলামী নানা রকম সংগঠনকে সমর্থন ও সাহায্য দিয়ে থাকে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন কিন্তু সাধারণ ভাবে জামায়াত নিয়ন্ত্রিত বলে ধরা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে লেস্টারে অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দাওয়াতুল ইসলাম, ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, মার্কফিল্ড কলেজ এবং পূর্ব লন্ডন মসজীদ। বৃটেনের অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলকায় জামায়াত ইসলামী সমর্থিত নূন্যতম একটি মসজীদ রয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেট এ জামায়াত ইসলামী সম্পর্কিত একটি বাংলাদেশী মসজীদ লেবার পার্টির রাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছে এবং মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে বিবেচিত সংগঠন মুসলিস কাউন্সিল অব বৃটেনও ধারণা করা হয় জামায়াত ইসলামী দ্বারা প্রভাবিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সফলতা জামায়াত ইসলামীর অস্তিত্ব কে একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয় এবং দলটি তখন ১৯৭০ এর দশেকের শেষ সময় পর্যন্ত লুকায়িত অবস্থায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। জামায়াত ইসলামীর অনেক নেতাই তখন যুক্তরাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। দলটির সমর্থকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ রয়েছে কিন্তু বৃটেনে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশীদের মধ্যে তাদের প্রভাব খুবই কম। অনেক জামায়াত ইসলামীর সমর্থকই আবার একটি সহনশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে জনসাধারনের মাঝে। শন ম্যাকলকলিন দেখান সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর যুব সমাজের মধ্যে বহু সংস্কৃতিবাদের প্রতি তাদের সমর্থন দেখা যাচ্ছে যদিও এই প্রক্রিয়া অনেকটাই 'সমস্যাজনক এবং অসম্পূর্ন'[৯]।

---

[৭] বেরলভী ধারণাটি উদ্ভূত হয় বেরেলীতে প্রতিষ্ঠিত আহমেদ রাজা খাঁন বেরলভী (১৮৫৬-১৯২১) এর আন্দোলনের মাধ্যমে। রাজা খাঁন নিজে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত এর ধারণা ব্যবহার করেন এবং এই ধারণা কিছু দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্য অনুসারী মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত।

[৪] বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে অপর একটি বেরলভী ধারা বিকশিত হয় সিলেটী পীর (সুফি শিক্ষক) আব্দুল লতিফ চৌধুরী (১৯১৩-২০০৮) এর মাধ্যমে যিনি সাহেব কিবলা ফুলতলী নামেও পরিচিত এবং তিনি বেশ কয়েকবার যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। আমরা এই দলের কিংবা জামায়াত-ই-উলামা ইসলাম বাংলাদেশ এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারো সাক্ষাৎকার নেই নি।

[৯] Seán McLoughlin, 2005. 'The State, "New" Muslim Leaderships and Islam as a "Resource" for Public Engagement in Britain." In *European Muslims and the Secular State,* edited by Jocelyne Cesari and Seán McLoughlin, p.66. Aldershot: Ashgate.

প্যালেস্টাইন এর ইসলামিক তাত্ত্বিক তাকিউদ্দিন আল নাভানী (১৯০৯-৭৭) ১৯৫৩ সালে জেরুজালেম এ হিতবুত তাহরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ এর দশকে বৃটেনে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সিরিয়ার কট্টরপন্থী ধর্ম প্রচারক ওমর বকরী মোহাম্মদ এর মাধ্যমে । ১৯৯০ এর দশকে হিজবুত তাহরীর অনেক মুসলমান ছাত্র সম্প্রদায় এর মধ্যে এমনকি অনেক বাংলাদেশীদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে । হিজবুত তাহরীর তাৎপর্য মনে হচ্ছে এখন অনেকটা কমে গেছে এবং আমাদের সাথে কোন হিজবুত তাহরীর এর সমর্থক এবং সদস্যদের সাথে যোগাযোগ হয়নি।

জামায়াত ইসলামী তাদের মত অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলগুলো খুব সম্ভব অনেক বৃটিশ মুসলমানদের সহ-মর্মিতা পায় বিশেষ করে ইসালমোফোবিয়ার কারণে, যার শুরু হয় সালমান রুশদীর বই সংক্রান্ত গন্ডগোলের মাধ্যমে, ৭/৭ এর আক্রমন এবং অনেক ইসলাম বিরোধী সংবাদ সংস্থার স্বার্থবাদী চর্চার কারণে। বর্তমান সময়ে মনে হচ্ছে ইসলামের এই অবস্থা শেষের দিকে। মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন এবং অন্যান্য প্রধান ইসলামিক সংগঠনগুলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনছে বহু সংস্কৃতিবাদের প্রতি তাদের সমর্থনের মাধ্যমে। বৃটেনের যুব সমাজ এখন অনেক কম আগ্রহী এই ধরনের টানাপোরনের বিষয়ে।

হিজাজ কমিউনিটি

হিজাজ কমিউনিটি হচ্ছে হিজাজ কলেজ ভিত্তিক একটি একটি সুফী গোষ্ঠী। এটি বার্মিংহামের নানিটন এর কাছাকাছি অবস্থিত। হিজাজ কলেজ তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত এর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানী সুফী নেতা শেখ আব্দুল ওয়াহাব সিদ্দিকী (১৯৪২-১৯৯৪)[১০] এর মাজার এর কারণে। পশ্চিম ইউরোপে এটিই এখন পর্যন্ত একমাত্র সুফী মাজার যা এশিয়ান এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের সুফী ঐতিহ্য এবং আগ্রহের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। হিজাজ কলেজ কেবলমাত্র ঐতিহ্যবাহী সুফী ধার্মিকতার চর্চাকারী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। আব্দুল ওয়াহাব সিদ্দিকী অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক ছিলেন, যিনি নতুন ধরনের ইসলামিক চর্চার কথা বলেন যা আধুনিক বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। তার চার ছেলের মধ্যে সবাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত (তিনজন আইন এবং একজন মেডিসিন পড়েছেন)। এর পাশাপাশি তারা ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত এবং শেখ ওয়াহাব সিদ্দিকীর ঐতিহ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কলেজটি শেখ ওয়াহাব সিদ্দিকীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম যা তার উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নকশিবন্দী সুফী ঐতিহ্যের হিজাজ শাখা যার প্রধান তার বড় ছেলে শেখ ফাইজ-উল-আকতাব সিদ্দিকী (জন্ম ১৯৬৭)। এই সুফি ধারার অনুসারীদেরকেই বলা হয় হিজাজ কমিউনিটি। শেখ ফাইজ-উল-আকতাব সিদ্দিকী সকলের মাঝে পরিচিত হযরত সাহেব হিসেবে, তিনি বেশ সক্রিয় এবং কর্মমূখর। উনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুশীল সমাজ, সামাজিক এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া।

নানিটনের কলেজ ক্যাম্পাসটি শেখ এর অনুসারীদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই খুবই সংকীর্ন এবং নিয়ন্ত্রিত ইসলামীক চর্চা অনুসরণ করে থাকে। যেমন অনেক মহিলার জন্য বোরকা পড়া, নিকাব দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা জরুরী একটি বিষয়। এর বাইরে হিজাজ কমিউনিটি স্বতন্ত্রভাবে একটি আধুনিক অবয়ব রাখে। দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য সুফী পীর এবং মাজারের মতই হিজাজ কমিউনিটি প্রতি বছর শেখ ওয়াহাব সিদ্দিকীর এর পরলোকগমনের দিনটিকে (সোবহান, ১৯৬০: ১০৮) বার্ষিক ওরশ হিশেবে পালন করে থাকে। হিজাজ কমিউনিটি এর ওরশ অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ব্লেশড সামিট'। একে সাজানো হয় নতুন ধরনের আধ্যাত্মিক সমাগম বা একটি কনফারেন্স এর আদলে যেখানে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক নেতা তাদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। হিজাজ কমিউনিটি এর ওয়েবসাইট (http://www.hijazcom.co.uk/) এ তারা অমুসলিমদের জন্যও হিজাজ কমিউনিটিকে উন্মুক্ত করে রেখেছে।

> Hijaz Community welcomes everyone from society irrespective of religion, nationality, gender, age, social class, educational background or profession. We believe in creating a community that is ready to help develop, nurture and guide everyone within it. The aim of Hijaz Community is to ensure that every member

[১০] এটি নকশীবন্দি তরিকার একটি অনুসারী দল যা বিকশিত হয় শেখ আহমাদ ফারুকী (১৫৬৩-১৬২৫) এর নকশীবন্দী-মুজাদ্দেদী ধারার অনুসারীদের মাধ্যমে।

> makes a definitive improvement in their life and is ready to share that value with others around them. It is only through the quality of the individual that one can ensure a truly enriched community. Hijaz Community is founded on the universal principles emanating from Islam. One of these principles is that Muslims and Non-Muslims are invited to embark on a path to rejuvenate their mutual destinies. Non-Muslims are welcomed as guest members to seek a true meaning to their life, rather than simply conforming to a set ideology. Members who follow Islam are encouraged to question the basis of their adherence to its fundamental principles and ensure that their affirmation of faith stems from a process of reasoning rather than a process of pure narrative. [. . .] The outcome which Hijaz Community envisages is one where the local community tends to its own needs, in balance with the needs of everyone and everything around it.

আমরা যে তরুনদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে এবং যারা শেখ এর খুব কাছাকাছি তাদের কাছে হিজাজ কমিউনিটি এর সদস্যপদ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক মেনে চলার বিষয় না বরং এটা তার পূর্বের জীবন ধারণ প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে একটি নতুন দিকে বা লক্ষে ধাবিত হওয়া। তাদের আধ্যত্মিক চর্চা শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না বরং শেখ এর দেয়া নির্ধারিত জিকির ও ধ্যান এর অনুসরণ করা, নতুন সদস্যদের কে হিজাজ কমিউনিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা, হিজাজ কলেজে শিক্ষা দেয়া, প্রশাসনিক কাজ করা এবং জনসেবা মূলক কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা। এই লোকগুলো সচেতন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের শরীর, মন এবং আত্মাকে আল্লাহকে ভালবাসার প্রতি উৎসর্গ করে ।

ইসলামিক সার্কেল, সিটি সার্কেল এবং নন এলাইনড মুসলিম

ইসলামিক সার্কেল, সিটি সার্কেল বৃটেনের আরো দুটি মুসলিম সংগঠন যাদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বতন সংগঠনগুলোর তুলনায় সম্পূর্ন ভিন্ন। তারা মূলত বৃটেনের যুব সমাজ যে ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হয় সেই ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। ইসলামিক সার্কেল নেটওয়াক ২০০১ সালে তাদের কার্যক্রম চালু করে বাংলাদেশী দুইজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায়। এই সংগঠন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে যেমন, আলোচনা অনুষ্ঠান, ইসলামিক বিষয়ের উপর সামাজিক অনুষ্ঠান, মুসলিম নারীর আত্ম রক্ষার জন্য মার্শাল আর্ট (দ্যা নিনজাবী প্রগ্রাম), এবং নিয়মিত বিয়ের অনুষ্ঠান যেখানে মুসলমান নারী পুরুষ তার সঙ্গী খোজাঁর জন্য এখানে এসে একে অপর সম্পর্কে জানতে পারে। ইসলামিক সার্কেল তাদের পাত্র-পাত্রী খোজঁ করার সেবা চালু করে ২০০৩ সালে এবং তারা বর্তমানে লন্ডনে প্রতিমাসে নুন্যতম তিনটি বা চারটি এই ধরনের বিষয় ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উদাহরণ স্বরূপ, ৩৫ বয়সীদের জন্য একটি, মুসলমান ডাক্তারদের জন্য বা পশ্চিম লন্ডনীদের জন্য একটি। অন্যান্য আয়োজনগুলি হয় সাধারণত এথনিক পরিচিতির উপর ভিত্তি করে যেমন, গুজরাটি, পাকিস্তানী, আরব বা বাংলাদেশীদের জন্য। এই মডেল বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের মাধ্যমে বৃটেনের অন্যান্য এলাকাতেও অনুসরণ করা হচ্ছে।

যুব সমাজের এই ভাবে উন্মুক্তভাবে পাত্র-পাত্রী খোজঁ করার বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয় এবং সমাজের মধ্যে প্রশ্নের অবতারণা করে। ইসলামিক সার্কেল তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন ইসলামিক একটি ধারণা খালওয়া যা কিনা ইসলামে নিষিদ্ধ এর বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে, এর অর্থ বিয়ের আগে পাত্র পাত্রীর সাক্ষাত, যে ধারণাটি সাধারণত ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তারা যুক্তি দেখায় যে, খালওয়া অর্থ বিচ্ছিন্নতা বা গোপণীয়তা, যেখানে একজন অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ে সামাজিক ভাবে খোলামেলা মেলামেশা না করে ব্যক্তিগত ভাবে বিয়ের আগে দেখা করে এবং এখানে নিষিদ্ধ যৌন সংযোগের একটি ঝুকিঁ কাজ করে। বৃটেনের মুসলমান যুবক সমাজ বিয়ের সময় সঙ্গী খোজঁ করার সময় যে সমস্যার মধ্যে পড়ে এই সংগঠনটি সেখানেই জোড় দেয় যা এই রিপোর্ট এর পরবর্তী অংশে আলাচনা করা হবে।

সিটি সার্কেল লন্ডনের মুসলমান পেশাজীবিদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। এটি যদিও একটি বাংলাদেশী সংগঠন না, তবে এর নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠানে অনেক বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করে থাকে। সিটি সার্কেল বেশ কিছু জনসেবা মূলক প্রকল্পও চালিয়ে থাকে।

আমরা বেশ কিছু তরুন বাংলাদেশীদের সাথে দেখা করেছি এই দুটি সংগঠনের মাধ্যমে। যে মুসলিম তরুন সমাজ এই দুটি সংগঠনের সাথে যুক্ত তারা ইসলামিক চর্চাকে গাম্ভির্যের সাথে নিয়ে থাকে এবং তারা আবার সচেতন ভাবেই জামায়াত ইসলামী সংগঠন, তাবলীগ জামায়াত বা হিজাজ থেকে নিজেদেরকে দুরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। এরা ইসলাম এবং আধুনিকতার সাথে খুব কমই টানাপোরন লক্ষ করেন এবং প্রায়সঃই ইসলাম এবং আধুনিকতা যে একই সাথে সহাবস্থান করতে পারে সেই দিকে জোড় দেন। এই বিষয়টাও এই রিপোর্ট এর পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে।

৫. সাম্প্রতিক ইসলাম: আধুনিকতাবাদী, ইসলামীকতাবাদী, নয়া-মৌলবাদী?

উপরের আলোচন নির্দেশ করে যে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামের মধ্যে অনেক নতুন ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটেছে। এদের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে পরিচিত তাবলীগী জামায়াত, টঙ্গিতে অনুষ্ঠিত যাদের বার্ষিক সম্মেলন (বিশ্ব ইজতেমা) এ বিপুল জনসমাগম হয় এবং অন্যান্য আন্দোলন যাদের উদ্দেশ্য প্রায় কাছাকাছি কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন যেমন, পাকিস্তান হতে উদ্ভব মিনহাজুল কোরআন। এছাড়াও অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন রয়েছে যেমন জামায়াত ইসলামী এবং হিযবুত তাহরীর এবং তাদের ছত্রছায়ায় আরো অনেক সংগঠন যাদের উদ্দেশ্য ইসলামিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে সমাজ কে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো। অনেক সুফী পীরদের দ্বারা অনুপ্রাণীত অনেক আন্দোলন রয়েছে যেমন, বাংলাদেশের সিলেটের ফুলতলীর প্রয়াত আব্দুল লতিফ চৌধুরী বা পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী পীর শেখ ফাইজ-উল-আকতাব সিদ্দিকী ইংলান্ডে বসবাসরত যাদের বেশ কিছু বাংলাদেশী অনুসারীদের কে আমরা চিনি। এসব ছাড়াও অনেক ছোট ছোট দল আছে যারা সমাজে নিয়মিত তালীম বা ইসলামিক শিক্ষা বা কুরআনের তাফসীর করে থাকে।

এইসব দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইসলামকে বুঝে ও ব্যাখা করে থাকে, যেমন কিভাবে কুরআন ও হাদিস কে পড়বে এবং কিভাবে তারা এসব নিয়ে বর্তমন বিশ্বে চলবে। তবে তাদের সবার মধ্যেই এটা দেখা যায় যে, তারা খুবই সমালোচনার দৃষ্টিতে তাদের পূর্বের প্রজন্মের ইসলাম চর্চাকে দেখে থাকে, যেমন বাংলাদেশ এর পূর্বের প্রজন্মের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। তারা সবাই ইসলামের এমন একটি বোঝাপড়ার কথা বলে, যা 'ঐতিহ্যবাহী' ইসলাম চর্চার কিছু কিছু বা সম্পূর্ন চর্চাকে খারিজ করে দেয়।

টার্মিনোলজীর প্রশ্ন

প্রকৃত অর্থে একজন এইসব আন্দোলনকে কিভাবে দেখবে সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যাজনক এবং আমাদের 'আধুনিকতা' প্রত্যয়টাকে ব্যবহার করাকে সবার মনোপুত হবে না। এর কারণ 'আধুনিকতা' কে ইসলামিক ক্ষেত্রে প্রায়সঃই দেখা হয় একটি সংকীর্ন অর্থে, যেটা দেখা যায় উনিশ ও বিশ শতকে তুরস্ক, ইরান ও মিশরে উদ্ভুত পশ্চিম দ্বারা প্রভাবিত সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে।

'আধুনিকতা' কে এমন সংকীর্ন ভাবে ব্যবহার করাটা সমস্যাজনক। পরবর্তী সময়ের ইসলামীক আন্দোলনগুলোর অনেকেই উনিশ ও বিশ শতকের আধুনিক ইসলামিক আন্দোলন এর তুলনায় পশ্চিমা সেক্যুলার মূল্যবোধ হতে দুরে সরে এসেছে। ইসলামবাদী (ইসলামিস্ট) ও মৌলবাদী প্রত্যয়ের সাধারন প্রয়োগও বেশ সমস্যজনক, বহুল ব্যবহৃত এবং অনেক সাম্প্রতিক মুসলমান মনে করেন এর ভুল ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই ক্ষেত্রে একটি গঠনমূলক ভাষার প্রয়োগ করেন ফরাসী বিজ্ঞজন অলিভার রয় তার *গ্লোবালাইজড ইসলাম* বই এ যেমন, 'ইসলামবাদী সংগঠন' (যেমন মুসলিম ব্রাদারহুড) যাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্র ও আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং 'নয়া মৌলবাদী' সংগঠন (যেমন তালিবান), যাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি হিসেবে মুসলমান যেন তার আচরণ ও নৈতিকতার রূপান্তার ঘটাতে পারে। এই ধারণায়নের ভিত্তিতে জামায়াত ইসলামী বা হিযবুত তাহরীর কে চিহ্নিত করা যাবে 'ইসলামবাদী' অপরদিকে 'তাবলীগী জামায়াত' বা হিজাজ কমিউনিটি কে চিহ্নিত করা যাবে 'নয়া মৌলবাদী' হিসেবে।

ইসলামবাদী ও নয়া মৌলবাদী দল উভয়ই দক্ষিন এশিয়ার 'ঐতিহ্যবাহী' ইসলামের ধরন এর বিরোধিতা করে, যা সহনশীল, সিনক্রিটিসটিক এবং দক্ষিন এশিয়ার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।

রয় এর বিভাজন প্রক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যকারী কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়কে ছাপিয়ে যায়। তালিবান এবং হিজাজ কমিউনিটি বাস্তবিক অর্থে বেশ ভিন্ন দুটি দল যা দুটি ভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে, অন্য দিকে তাবলীগী জামায়াত তার আন্তর্জাতিক রূপ নিয়ে সম্পূর্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেশে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যেখানে তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর রূপের সাথে স্বতন্ত্র একটি অবয়ব তৈরি করছে। একই ভাবে জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করছে স্পষ্টতই একটি ইসলামিক সমাজ গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত। কিন্তু বৃটেনে জামায়াত ইসলামী তাতপর্যপূর্নভাবে এই জায়গা থেকে সরে এসে এমন একটি অবয়বে কাজ করছে যেখানে তারা বৃটেনের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে যেমন মার্কফিল্ড প্রতিষ্ঠান কাজ করছে চ্যাপল্যান্সি কর্মকান্ডের মাধ্যমে।

আমরা মনে করি 'আধুনিকতা' প্রত্যয়টির বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকার পরও নুন্যত পক্ষে এটি পরিষ্কার করে যে আমরা সাম্প্রতিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত আন্দোলন কে বুঝবার জন্য ব্যবহার করছি।

বৃটিশ বাংলাদেশী যুব সমাজ কেন আধুনিক ইসলামের দিকে ঝুঁকছে?

সালমান রুশদী বিরোধী প্রচারণা, যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ এর আক্রমন, লন্ডনের ৭/৭ এর হামলা এবং নানা রকম তথ্য মাধ্যমের প্রচারণার প্রক্রিয়া বৃটেনের সাধারণ অমুসলিমদের মধ্যে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে ইসলাম মানেই তারা আতঙ্কবাদী এবং শোষণকারী এবং এভাবে 'ইসলামোফোবিয়া' ও ইসলাম বিরোধী একটি ধারণার আবির্ভাব ঘটেছে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিও প্রভাবশালী কয়েকটি পশ্চিমা শক্তি এবং ইসলামীক বিশ্বের দ্বন্দের মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে, যেমন ইরাক এবং আফগানিস্তান এর যুদ্ধ, ইরানের পারমানবিক অস্ত্র পরিকল্পনা এবং ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন এর বিদ্যমান টানাপোরণ। এই সব বিস্তৃত রাজনৈতিক কারণগুলোর জন্য অনেক মুসলমান যুবক সম্প্রদায় বাংলাদেশ এবং অন্যান্য স্থানে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলাম এর দিকে বেশী ঝুঁকছে। যদি ইসলাম আন্তর্জাতিকভাবে হামলার সম্মুখীন হয়, মতাদর্শিকভাবে মুসলমান যুব সমাজ সহজেই পশ্চিমা হামলাকারীর বিরূদ্ধে অবস্থান নিতে উৎসাহিত হবে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি হয়তোবা ব্যাখ্যা করবে কেন যুব সমাজ ইসলামের প্রতি ঝুঁকছে কিন্তু আমরা মনে করছি যে, এখানে আরো অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো তাদেরকে নতুন ধরনের ইসলাম এবং ইসলামিক সামাজিক কর্মকান্ডের দিকে আকর্ষিত হবার পিছনে কাজ করছে।

অতীতে বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাতে, প্রতিদিনকার জীবন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হতো মূলত গ্রামের সংকীর্ন নৈতিক কাঠামো দ্বারা। এর মধ্যে রয়েছে নারী, তরুন ও যুব সমাজ এবং দরিদ্র পরিবারের উপর ক্ষমতাশীল পরিবারের বয়স্ক লোকের কর্তৃত্ব। এই ধরনের গ্রামীণ জীবন যাত্রাকে যৌক্তিকতা দেয়া হতো ইসলামিক মূল্যবোধ দ্বারা এবং এর প্রয়োগ হতো গ্রামীন *শালিস* বা এই ধরনের কোর্টের মাধ্যমে। সিলেট এবং এই রকম গ্রামীণ সমাজ হতে আগত প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের মাধ্যমে এই ধরনের ইসলাম যুক্তরাজ্যে আসে যার নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে যৌথ পরিবার এবং আগের প্রজন্ম এখনো এই ধরনের নৈতিক কাঠামোর মধ্যেই বসবাস করছে।

বৃটেনের মত পশ্চিমা দেশে তরুন বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে অনেক দুরে বসবাস করছে, যেখানে তাদের পিতা-মাতাকে তাদের গ্রামীণ মূল্যবোধ পিছু ডাকে। অন্যদিকে তারা বসবাস করছে একটি সমন্বিত সমাজে যেখানে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক, ধর্মিয় ও ধর্মহীন পরিবেশ বিদ্যমান। তাদের পিতা-মাতা যারা অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজে একটি পারিবারিক জীবন গড়ে তুলেছে যাদের মূল্যবোধ তাদের কাছে সংকীর্ন, পুরোনো ধ্যান ধারণা লালিত এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। বিস্তৃত বৃটিশ সমাজের মূল্যবোধ একটি বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু এটা তাদের জন্য সমস্যাজনক হতে পারে। বিশেষ করে বৃটিশ সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং হতাসা পূর্ন শ্রমজীবী শহরে বসবাসরত অনেক তরুন বাংলাদেশীদের নিকট বৃটিশ সমাজ ভিন্ন, অবন্ধুসুলভ এবং অনাবেদন মূলক হতে পারে। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে ইসলামের নয়া ধরন তাদের নিকট একটি

আকর্ষনীয় এবং অর্থপূর্ন বিকল্প রাস্তা দিতে পারে যেখানে তারা তাদের আধাত্মিক মূল্যবোধ এবং চর্চার একটি অর্থবোধক দিকনির্দেশনা পায় যা এই সেক্যুলার সমাজ তাদের দিতে পারছে না।

এই প্রেক্ষাপটে অনেক যুব সমাজের ইসলামিক চর্চা অনুসরণ করার বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি। নতুন ভাবে এই রকম ইসলামিক চর্চা তাদেরকে বর্তমান বিশ্বের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে বোঝাপড়াতে সাহায্য করে, যা তাদের পশ্চিমা পার্টি, সঙ্গীত, মদ এবং মাদক এর সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন এবং তাদের পিতা-মাতার বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলাম হতেও ভিন্ন।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আমরা এই সব সংগঠনগুলোর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিরোধিতার কোন প্রচেষ্টা চালাচ্ছি না এবং আমরা যে সব তরুনদের সাথে দেখা করেছি তারা সবাই একে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে এবং এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা বুঝতে চাচ্ছি, তাদের এই মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে তাদের বৃহত্তর জীবন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হচ্ছে। অবশ্য আমাদের সকল উত্তরদাতাই যারা ইসলামিক সংগঠন এর সদস্য এবং সদস্য নন উভয়ই এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করে যে, ইসলামে একটি পরিপূর্ন জীবন পদ্ধতির কাঠামো দেয়া আছে। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আমাদের একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয় যার মাধ্যমে মানুষের জীবনের উপর ইসলামের তাৎপর্য এবং অর্থ বোঝা যাবে। ইসলাম কে বোঝার এটিই একমাত্র পদ্ধতি না, তবে আধুনিকতাবাদী ইসলাম এর প্রতি মানুষের আবেদন কে বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়।

সাম্প্রতিক ইসলামিক আন্দোলনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের সামগ্রীক প্রকল্পের দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে, যা প্রতিদিনকার জীবনপদ্ধতি, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিয়ে এবং পরিবারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। কিভাবে এই নতুন ইসলাম যুব সমাজের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এর পথ বাতলে দেয় সেই দিকে আলোকপাত করাটাও আমাদের কাছে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ন। ভালবাসা, প্রেম এবং বিয়ের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কিভাবে এই ইসলাম যুবসমাজকে সাহায্য করে। এই ইসলাম কি তাদেরকে বর্তমানের এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে সঙ্গী খোজাঁ এবং পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে? এই বিষয়গুলোই ছিল আমাদের প্রকল্পের কিছু মৌলিক বিষয়, এবং পরবর্তী অংশে আমরা এর কিছু ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব।

বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে লিঙ্গীয় বিষয়

এই গবেষণার কিছু ফলাফল এর বিশদ আলোচনার পূর্বে লিঙ্গীয় সম্পর্কের দিকে একটু আলোকপাত করাটি জরুরী যা একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। এটি একটি স্পর্শকাতর এবং জটিল বিষয় এর একটি আংশিক কারণ হচ্ছে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম এবং মুসলমান সমাজ এ নারীর অবস্থানকে একটি নেতিবাচক বিষয় হিসেবে দেখা হয়। ইসলামের প্রতি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি অবদমন এর দাবীর যোগসূত্রতা খুবই নিবিড় বিশেষ করে পর্দা এবং জোড় করে বিয়ের বিষয়টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমাজে নারীর অবস্থানের বিষয় অন্যান্য জায়গার মত যুক্তরাজ্যের মুসলমানদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। সচরাচরই মুসলিম জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গ নারীর প্রতি অবদমনের আলোচনাতে বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক চর্চার পার্থক্য তুলে ধরেন যেমন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চর্চা। এই পার্থক্য করণের মধ্যেই সমস্যা যুক্ত কেননা সঠিক বা বিশুদ্ধ ইসলাম এর সংজ্ঞায়ন একটি সহজসরল বিষয় না। তবে এটা অন্তত মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকেই নারীর অভিজ্ঞতার একটি সঠিক সমস্যার সমালোচনার দ্বার উন্মোচন করে। এমনকি এই সব সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাজ্যে বসবাসরত দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য অমুসলিম জনগোষ্ঠী যেমন হিন্দু বা শিখদের মধ্যেও বিদ্যমান। এর পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশ হতে আগত অন্যান্য মুসলমান সমাজেও এটা পরিলক্ষিত হয়।

এই সমস্যাগুলো নারীর নিজের জন্য খুবই গুরুতর এবং বেশ কিছু প্রধান সমস্যা কে কেন্দ্র করে আবর্তীত হয়।

- ***বিয়ের ক্ষেত্রে পছন্দ:*** এখানে সমস্যাটি শুধুমাত্র পশ্চিমা তথ্য মাধ্যমের তুলে ধরা জোর পূর্বক বিয়ে দেয়া নয় যদিও এসব ঘটে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পিতা মাতার পছন্দে বিয়ে করার একটি চাপ থাকে। যেমন প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে

আত্মীয় স্বজনের সাথে বিয়ে করতে হয় পরিবারের স্বার্থে। আমরা দেখতে পাব, ইসলামিক চর্চার সাথে যুক্ত থাকার কারণে এই ধরনের বিয়েকে এড়িয়ে চলার সম্ভাবনা থাকে।

- ***কাজ:*** যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী নারী যুক্তরাজ্যের অন্যান্য নারীর তুলনায় স্বাধীন পেশায় যাবার ক্ষেত্রে কিছুটা কম আগ্রহী এবং হতে পারে তারা মাতৃত্বকে পরিবারের একটি প্রধান ভূমিকা হিসেবে দেখে থাকে। কিন্তু অনেকেরই স্বাধীন পেশা রয়েছে এবং সেটাকে তারা বাদ দিতে অনিচ্ছুক। আমরা দেখেছি বিয়ের পর স্বামী কিংবা শ্বশুরালয়ের লোকজন চাকুরী করতে দিবে কিনা এ নিয়ে অনেক মেয়েরা চিন্তায় থাকে। চাকুরীর বাজারে বৃটিশ বাংলাদেশী নারীর সাফল্যের হার পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী হবার কারণেই এই পরিবেশের সৃষ্টি। আমাদের ধারণা চাকুরী করার ব্যাপার নারীর আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ন।
- ***পারিবারিক সহিংসতা:*** কিছু লোক এই বিষয়ে সরাসরি মুখ খুলেছে এবং আমরা খোলাখুলিভাবে এই বিষয়টাকে নিয়ে কথা বলিনি। যদিও অন্যান্য বেশ কিছু গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, বৃটেনে বসবাসরত বাংলাদেশী এবং দক্ষিন এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মাঝে পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের বিষয়টা অনেক উচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান। এবং বাংলাদেশের পূর্বতন প্রজন্মের মধ্যে নারীর প্রতি পুরুষের নির্যাতন এখনো বিদ্যমান। নারীর জন্য তার স্বামী খুজেঁ বের করা একটি চলমান সঙ্কার বিষয় যেখানে তার স্বামী একজন ভাল মুসলমান, বিনয়ী, সহনশীল এবং তার স্ত্রীকে ভালভাবে দেখবে কিনা। এর মাধ্যেম একজন নারীর সচেতনতার বহিপ্রকাশ ঘটে যে তার স্বামী বাস্তবিক ক্ষেত্রে এমনটি নাও হতে পারে ।
- ***তালাক:*** যেখানে যুক্তরাজ্যের তালাকের হার কমছে, সেখানে অন্যান্য সাধারন জনগনের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে এই হার আরো কম। তারপরও এটা আশঙ্কাজনক এবং সমাজের মধ্যে অনেক বাংলাদেশী তালাক প্রাপ্ত নারী রয়েছে যাদের অনেকেরই আবার অল্প বয়সী সন্তান রয়েছে। ইসলামিক বিয়ের আকাঙ্খার সাথে তালাকের একটি যোগসূত্র রয়েছে, স্বামী যদি একজন ভাল মুসলমান হয় তাহলে সেই বিয়ে টেকার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
- ***বহুবিবাহ:*** বহুবিবাহের আলোচনা বেশ কিছু উত্তরদাতার কথায় এবং ফোকাস দল আলোচনাতেও চলে আসছে এবং এটিও নারীর জন্য একটি আশঙ্কাজনক বিষয়। যেখানে যুক্তরাজ্যে বহুবিবাহ আইন সম্মত না এবং বাংলাদেশের সাধারন শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এটি গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে অনেক পূর্বের প্রজন্মের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। তাত্ত্বিক ভাবে একজন নারী বিয়ের সময় বিয়ের চুক্তিতে একটি অংশ রাখার জন্য বলতে পারে সেটা হলো যদি স্বামী আর একটি বিয়ে করে তাহলে তাদের প্রথম বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তাবিক অর্থে বিয়ের চুক্তিনামা নিয়ন্ত্রিত হয় পিতা-মাতা, অন্যান্য মুরুব্বী আত্মীয় স্বজন দ্বারা এবং খুব অল্প নারীই এই বিষয়ে কথা তুলে থাকে। যদিও পুরুষের জন্য ইসলামিক আইনে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি আছে, একজন ভাল মুসলমানের কাছে এটা আশা করা হয় যে, সে এই ধরনের সম্পর্কে যাবে না।

আমরা এটা বলছি না যে, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী তরুনীদের জীবন যাপন পদ্ধতি এই সব বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বা পারিবারিক সম্পর্ক সচারচর টানাপোরনের সাথে চলে থাকে। এবং সকল ব্যক্তি ও পরিবার এক রকম না। একটি মেয়ের সাথে তার পিতা-মাতা এবং ভাই বোনদের যদি ভাল সম্পর্ক থাকে এবং বিয়ের পর যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে তাদের সয়ায়তার বিষয়টা অনেকটা পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

যেখানে আমরা এই সব বিষয়গুলো নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বনর্না করেছি, এবং এই বিষয়গুলো অবশ্য সরাসরী নারীকেই বেশী ভোগায় তারপরও পুরুষেরও বেশ কয়েক দিকে আশঙ্কা রয়েছে।

শুধুমাত্র পিতা-মাতার প্রজন্মের কাছেই না বরং উভয় লিঙ্গের তরুনদের নিকটও একটা ভয়ের বিষয় হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠা মানুষ পশ্চিমা মূল্যবোধ দ্বারা কলুষিত হয়ে যেতে পারে। আমাদের অনেক উত্তরদাতা এই বিষয়টার কথা বলেছেন এবং অনেকেই ইসলামিক জীবন যাপনের পূর্বে মদ্যপান, সিগারেট এবং সেক্যুলার সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার কথা বলেছেন। বিয়ের সময় বাংলাদেশ থেকে 'অকলুষিত' সঙ্গী খোজঁ করার পিছনে এটা হয়ত একটি কারণ হতে পারে । কিন্তু এটাও একটা ঝুকিঁর কারণ হতে পারে বিশেষ করে নারীর জন্য কেননা এতে করে মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক থাকতে পারে। পুরুষ এবং তাদের পিতা-মাতার মধ্যে এই প্রবণতা কাজ করে যে, তারা বিয়ের জন্য বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা একজনকে স্ত্রী হিসেবে নিয়ে

আসবে এবং এই প্রবণতা বৃটেনে বড় হওয়া একজন মেয়ের জন্য বৃটিশ বাংলাদেশী পাত্র খুজেঁ পাওয়াকে আরো কঠিন করে তুলছে।

বাংলাদেশের যুব সমাজ কেন আধুনিক ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে?

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের যুক্তি কতটা প্রযোজ্য? যদি হয় কাদের জন্য এটা প্রযোজ্য? বৃটেন এবং বাংলাদেশের ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণের মাধ্যমে এটা বোঝা যায় যে, এই দুই সমাজের মধ্যে প্রকৃত পক্ষেই অনেক ব্যবধান রয়েছে। বাংলাদেশের শহুরে এলাকাতে ইসলাম পরিচিতির নির্মাণের একটি প্রক্রিয়ার চেয়ে প্রতিদিনকার জীবনের একটি প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে। ইসলামিক চর্চার ধরণ আপেক্ষিক এবং শহুরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্তদের মধ্যে ধর্ম চর্চা খুবই কম মাত্রায় হয়ে থাকে। বাংলাদেশের যুব সমাজের মধ্যে অবশ্য মূল্যবোধ এর একটা দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ইসলাম এবং পশ্চিমের সরাসরি দ্বন্দ্ব এবং পাশাপাশি যৌথ পরিবার ও নৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে যাবার কারণে এই ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে।

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ঢাকার জনগোষ্ঠী ছিল অর্ধ মিলিয়নেরও কম; বর্তমানে ১৫ মিলিয়নেরও বেশী। ঢাকার এই জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ এসেছে গ্রামীন প্রেক্ষাপট থেকে এবং এটা খুবই সম্প্রতিক একটি বিষয়। এর কারণ হলো গ্রামীন এলাকার সুযোগের অভাব অথবা শহুরে উন্নত জীবনের আকাঙ্খা। এমনকি যেসব পরিবার প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে ঢাকায় বসবাস করছে, তাদেরও গ্রামের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আধুনিক অর্থনীতির চাপ সর্বদাই থাকে ব্যক্তি বা একক পরিবারের দিকে যেখানে একক পরিবার একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে থাকে। এই বিষয়টা একটি চলমান দ্বন্দ্ব তৈরি করে বিশেষ করে যখন আয় এবং বস্তুগত সাফল্যের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি ব্যপক পার্থক্য থাকে। এছাড়াও একক পরিবার ও যৌথ পরিবারের মধ্যে বাধ্যবাধকতারও বিভাজন দেখা যায়। আধুনিক শহুরে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের নৈতিকতার ভিত্তি ক্রমাগতহারে একটি বোঝা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এটি কেবলমাত্র ঢাকার মানুষের চিত্র নয় বরং দক্ষিন এশিয়া এবং অন্যান্য উন্নয়ণশীল বিশ্বের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

লিঙ্গীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আছে যেগুলো বাংলাদেশের জন্যও অনেক প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের শহুরে তরুন এবং শিক্ষিত নারীদের হয়ত বৃটেনের সাম্প্রতিক সামাজিক পরিবেশ এর সাথে সম্পর্ক নাই, কিন্তু তারাও তাদের বিয়ে টিকে থাকা এবং স্বামীরা তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করবে এই বিষয় নিয়ে আশঙ্কিত। আমাদের অনেক উত্তরদাতাই বিয়ের পর নারীর কাজ করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিচিতি নিমার্ণের রাজনীতির বিষয়টাও নিয়েও অনেকে কথা বলেছেন বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের ইসলামে প্রতি বিরোধী অবস্থান এর বিষয় গুলোও তরুনদের ইসলামিক পরিচিতি নির্মাণ ও ইসলামিক জীবন যাপনের প্রতি ধাবিত করছে।

পরবর্তি অংশে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপর তথ্য উপাত্ত নিয়ে আমাদের নিরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরব । আমরা আলোচনা শুরু করব পিতা-মাতার তুলনায় তরুনদের ইসলামিক জীবন পদ্ধতি অবলম্বনের এর উপর আলোকপাতের মাধ্যমে।

৬. ইসলামিক ধর্মানূরাগ এবং পরিবার: 'ঐতিহ্যবাহী' ইসলাম থেকে 'বিযুদ্ধ' ইসলাম

এই অংশে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের তরুন এবং তাদের পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে কিভাবে নতুন ধরনের ইসলাম অনুপ্রবেশ করল।

বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের তরুন মুসলমানরা এই নতুন ধরনের ইসলাম এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে শুধুমাত্র বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নয় বরং ক্যাসেট এর বয়ান, ভিডিও, ডিভিডি, সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইট এবং তথ্যচিত্রের মাধ্যমে। ইসলামের উপর জ্ঞান এখন আর কেবলমাত্র ইসলামিক জ্ঞানীজনদের দখলেই নেই বরং বিভিন্ন মাধ্যমের কারণে অনেক সাধারণ মানুষই এখন ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশী করে জানতে পারে এবং এর বিভিন্ন কারণতত্ত্বের উপর তাদের দখলও তৈরি হয়। এই ধরনের বিষয়গুলো পূর্বে সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য স্থানে ক্রমাগত

হারে বর্ধিত এইসব ইসলামিক বলয়ের প্রশিক্ষণের জোড় দেবার ক্ষেত্র হচ্ছে নিজেকে এবং তার চারপাশের সবাইকে বিষুদ্ধ করা এবং আল্লাহর প্রতি নিজেকে সম্পূর্নভাবে সমর্পন করা যাকে এই 'প্রকৃত ইসলাম' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

অনেক তরুন বাংলাদেশী উত্তরদাতাদের মধ্যে যেটা উল্লেখযোগ্য হারে দেখা গিয়েছে তা হলো তাদের প্রতিদিনকার জীবন যাপনে আল্লাহর প্রতি 'সমর্পিত' হবার প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতিতে তাদেরকে আরো বেশী নিয়মানুবর্তি হতে হয় যা কারো দ্বারা চাপিয়ে দেয়া নয়, বরং সকল ধরনের অনৈতিকতা থেকে দুরে থাকার সংগ্রামে (সবচেয়ে বড় জিহাদ) টিকে থাকার জন্য এই নিয়মানুবর্তিতা তাদের নিজেদেরই তৈরি করা। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি যা তারা কলুষিত এবং অনৈতিক বলে ধারণা করেন সেটা থেকে দুরে থাকার প্রয়াস তাদের পরিবার এবং চারপাশের জনগোষ্ঠীর সাথে একটি দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটায়। বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী তরুনদের কাছে বিশেষ করে যুব নারীর কাছে পরিবার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন বিষয় যা তাকে একটি কাঠামোর মধ্যে বসবাস করতে শেখায়। আত্ম এবং পরিচিতির নির্মাণে পরিবারের সাথে একটি প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটে বিশেষ করে বিয়ের পছন্দের ক্ষেত্রে। এই ধরনের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বোঝা যায় কিভাবে তরুন সমাজতাদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। পরিবারের বাইরেও তাদের বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদেরকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে এর মধ্যে রয়েছে আধুনিকতাবাদী সংস্কৃতি যার সাথে এই সকল তরুন সমাজ পরিচিত এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, বৃটিশ বা বাংলাদেশী সাংস্কৃতির প্রেক্ষাপট, চাকুরীর সুযোগ সুবিধা বা অসুবিধা, শিক্ষা অথবা (সবার উপরে) বিয়ে।

ঐতিহ্যগত ভাবে বাংলাদেশী সমাজ (এবং পূর্বপাকিস্তান এবং এর আগে পূর্ব বাঙ্গলা হিসেবে পরিচিত) সর্বদাই একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এই পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যি সাফল্যজনক ভাবে চর্চিত হয় *পর্দার* লিঙ্গীয় মূল্যবোধ (নারীকে একটি বিভাজিত করে রাখার চর্চা), লজ্জা এবং সম্মানের ধারণার মাধ্যমে। এই মূল্যবোধ প্রায়ই ইসলামের সাথে সংযুক্তভাবে দেখা হয় কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে নারীর জীবনযাত্রা ও এই লিঙ্গীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মূল্যবোধগুলো সত্যিকার অর্থে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই দেখা যায় তা না, বরং এর বাইরে মেডিটেরিয়ান, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম এবং অমুসলিম অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

বাংলাদেশী পরিবারের মানদন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ করে পুরুষের সাথে তাদের যোগাযোগ বা মেলামেশার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের (অবিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে বাবা, বিবাহিত ক্ষেত্রে স্বামী, ভাই অথবা বিধবাদের ক্ষেত্রে সন্তান) নিয়ন্ত্রন যেখানে একে যৌক্তিকতা দেয়া হয় পর্দা, সম্মান ও লজ্জার মতাদর্শ দ্বারা। পরিবারের জন্য নিয়ন্ত্রনের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে মেয়েকে দেখে শুনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে দেয়া, কেননা অবিবাহিত বয়স্ক নারী পরিবারের সম্মানের জন্য একটি ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হয়। সামাজিক ভাবে স্বীকৃত নারীর আচরনের সীমা ১৯৮০ এর দশকের পর থেকে অনেক বৃদ্ধি পায় যেমন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং চাকুরীর ক্ষেত্রও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। যদিও নারীর জন্য পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মৌলিক মূলনীতি অপরিবর্তিত থেকে যায় বিশেষ করে নারীর উপর নিয়ন্ত্রন এবং এই বিষয়গুলো প্রথম প্রজন্মের বৃটিশ বাংলাদেশীদের সাথে যুক্তরাজ্যে প্রতিস্থাপিত হয়।

একই সময় বাংলাদেশের 'ঐতিহ্যবাহী' পরিবার বিশেষ করে শহরাঞ্চলে তেমন একটা ধর্ম চর্চা করত না। কাপড় দিয়ে সমগ্র শরীর ও মাথা ঢাকার বিষয়টা শহুরে নারীর ক্ষেত্রে এখনো খুব বেশী দেখা যায় না এবং এই প্রবণতা ১৯৮০ এর দশকে গ্রামাঞ্চলেও তেমন ছিল না। শুক্রবারের জুম্মার জামাত আদায় করা এবং প্রধান প্রধান ইসলামিক উৎসব ব্যপকহারে পালন করতে দেখা যেত, মানুষজন প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ আদায় করত না, মাসব্যাপী রোজা রাখতে দেখা যেত না, অথবা হজ্জ পালন এর বিষয়টাকে একটি জরুরী প্রয়োজন হিসেবে দেখা হত না। ১৮ শতকের ওয়াহাবী আন্দোলন আরব বিশ্বের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আগে বাংলাদেশী ইসলাম বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতই সুফী ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর মধ্যে পীর ও মাজার সংক্রান্ত চর্চার প্রচলন ছিল বেশী যা নাকি ওয়াহাবী ইসলাম আসার পর অনৈসলামিক হিসেবে দেখা শুরু হয়।

আমরা দেখেছি অন্যান্য নতুন ইসলামিক আন্দোলন গুলোও এই সব আচার প্রথার সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করে থাকে। যদিও কোন কোন আন্দোলন সুফী চর্চার কিছু কিছু উপাদানকে মেনে নেয় যেমন হিজাজ কমিউনিটি, তারাও পূর্বে যেভাবে সুফি প্রথার চর্চা করা হতো এবং বাংলাদেশ ও দক্ষিন এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী সাধারণ ইসলাম চর্চা কে অনেক সমালোচনা করে থাকে। পিতা মাতার প্রজন্মের ইসলাম চর্চা নিয়ে যুক্তরাজ্যের এবং বাংলাদেশের তরুনদের সমালোচনাই তাদের ইসলাম চর্চার একটি প্রেক্ষাপট গড়ে দেয়।

তরুন বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে পরিবার ও ইসলাম

যুক্তরাজ্যে তরুন সমাজ তার পিতা মাতার প্রজন্মের ইসলাম এর ধারণার মাধ্যমে বেড়ে উঠে যা তাদের কাছে বাইরের এবং অচেনা মনে হয় এবং তারা ইসলামকে বাংলাদেশী সংস্কৃতির সাথে একক হিসেবে দেখে। 'সংস্কৃতি' অনেক সময় অনাকাঙ্খিত উপাদান কে অপছন্দনিয় হিসেবে তুলে আনে, যেমন একজন তরুন বৃটিশ বাংলাদেশী নারীর মন্তব্যে বের হয়ে আসে:

> I hate Pakistani culture, I hate Bangladeshi culture, I think people are very restricted by it and their families restrict them a lot. [. . .] I wouldn't say that I'm anti-Bangla, it's just the negative aspects, the crudeness or harshness or ignorance at times. Like the way Bengali families can culturalise their Islam and then end up not educating their daughters about the Qur'an and Hadith but send their boys to the mosque. And weird ideas that people tend to have about women not needing to be educated because they will only stay at home anyway. I find it quite appalling that it still goes on in this day and age.

এই কারণে আমাদের গবেষণা অংশগ্রহণকারী অনেক তরুনদের মধ্যে এটি একটি সাধারণ ঘটনা যে তারা তাদের পিতা মাতার ঐতিহ্যবাহী ইসলামের ধরনকে খারিজ করে ইসলামের প্রতি একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়।

আমরা এটা ক্রমাগতভাবে বুঝতে থাকি যে, তরুনদের তাদের পিতামাতার ইসলামিক চর্চাকে খারিজ করাটা এই ধরনের নতুন ইসলামের সাথে যুক্ত হবার ফলাফল শুধু না। অনেক ক্ষেত্রেই এটা অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। নতুন ধরনের ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে তারা পিতা মাতার ধর্মকে খারিজ করার বিষয়টার চেয়েও কাজ করে তারা এর মাধ্যমে তাদের জীবনের উপর পিতা মাতার একচ্ছত্র আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রন থেকে বের হয়ে আসে। এই অনুভূতি আমাদেরকে এই বিষয়টাকে আরো নিবিড় ভাবে অধ্যয়ন করার প্রতি উৎসাহিত করে যে, এই ধরনের নতুন ইসলামিক চর্চাকে দেখা যেতে পারে এমন একটি বিষয় হিসেবে যা ঐতিহ্যগত বাংলাদেশী পরিবারের ধারণার বিরোধী এবং এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে তরুন নারী তাদের পিতা মাতার কর্তৃত্ব প্রতিরোধ করতে পারে।

অবশ্য তরুন মুসলমানরা তাদের পিতা মাতার সংস্কৃতি এবং ইসলাম নিয়ে যে বিভাজন তৈরি করছে সেটা একটি প্রচলিত বিষয়। আমরা যাদের সাথে দেখা করেছি সেই সব তরুনদের নিকট তাদের পিতা মাতা যে ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে বসবাস করছে সেটা সত্যিকার ইসলাম না। অনেক তরুন বলছেন তাদের পিতা মাতা ধরম চর্চার ব্যাপারে অনুৎসাহী। তাদের বাবা হয়তো শুক্রবারের জুম্মার নামাজ পড়তে যায় এবং এর বাইরে হয়তো বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সময় যেমন রোজার সময় নামাজ পড়া। তাদের মা সাধারণত হিজাব পড়ে না, হয়তোবা অনেকে হজ্জ থেকে আসার পর বা তাদের মেয়েদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিজাব পড়তে শুরু করছেন। অধিকাংশ তরুনই হয়তো স্থানীয় মসজীদ এ যাবার মাধ্যমে বা বাসায় শিক্ষকের দ্বারা তাদের বাল্যকালে কিছুটা ইসলামিক শিক্ষা পেয়েছে এবং হয়তো কিছুটা হলেও কুরআন পড়তে শিখেছে কিন্তু তাদের এই ইসলামিক শিক্ষা যা তাদের বাল্যকালে শিখেছে পুরোটাই তাদের কাছে শূন্য এবং যান্ত্রিক এবং পরবর্তীতে তারা এই প্রজন্মের ইসলাম চর্চাকে ব্যাপক সমালোচনাকর একটি বিষয় হিসেবে দেখে। তারা অনুধাবন করতে পেরেছে যে ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং চর্চা তারা তাদের জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে শিখতে পেরেছে।

তারাও এটাও দেখেছে যে, তাদের পিতা মাতা যে ধরনের বাঙ্গালী 'সাংস্কৃতিক' আচার প্রথাকে মেনে চলত সেটা ইসলামিক কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে যেমন, গায়ে হলুদ[১১], বিয়ের অন্যান্য আচার প্রথা, জন্মের সময়ের প্রথা, চিকিৎসা, পীর প্রথা, সঙ্গীত এবং নৃত্য। তারা তাদের পিতা মাতার মর্যাদা, সুনাম, শ্রেণী এবং জাতীগত ধারণাকেও বাতিল করে দেয়। নারীরা বিশেষ করে সমালোচনা মূখর ছিল লিঙ্গীয় সম্পর্ক নিয়ে তাদের পিতা মাতার ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ সম্পর্কে। পিতা মাতার সুনাম ও মর্যাদার

[১১] গায়ে হলুদ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান যা পাত্র পাত্রীর বাড়িতে বিয়ের কিছু আগে আলাদাভাবে আয়োজিত হয়। এখানে তাদের গায়ে হলুদ মাখানো হয় এবং ক্ষীর খাওয়ানো হয় এবং এই আচার প্রথা বাঙ্গালী বিয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য একটি উপাদান এবং সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এটা দেখা যায়।

ধারণা তাদেরকে বাধ্য করতো বিয়ের সময় অনেক খরচ করে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন, দামী বিয়ের পোশাক, স্বর্ন, গায়ে হলুদের দাওয়াত এবং আচার প্রথা অনুসরণ করতে। তরুনদের কাছে এই সব ভোগ এবং প্রতিযোগিতা সম্পূর্ন অনৈসলামিক।

একই সাথে এই সব তরুন যারা তাদের পিতা মাতার ইসলাম এর ধরন কে সমালোচনা করতো, তারা তাদের নিজেদের পূর্ব জীবনের ভোগের বাজে অভ্যাস সম্পর্কেও সমালোচনা মুখর। অনেকেই আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করা, মদ্যপান, ক্লাব ও পাবে যাওয়া, এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কথাও বলেছে। এখন এই সব বিষয়কে তারা পশ্চিমা, খারাপ, অনৈতিক এবং নিষিদ্ধ হিসেবে দেখে থাকে। এর মাধ্যমে তরুন ইসলাম পন্থিরা তাদের আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে কেবলমাত্র পিতা মাতার সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং রাজনীতিকে খারিজ করে না বরং পশ্চিমা এবং পশ্চিম দ্বারা প্রভাবিত আধুনিকতা যার মধ্যে কিছুকাল আগেও তারা নিজেরাই ডুবে ছিল তাকেও বাতিল করে দিচ্ছে।

তরুন বৃটিশ বাংলাদেশীদের বিশেষ সমস্যার সম্মূখীন হতে হয় যখন তারা তাদের পিতা মাতার এবং বৃটিশ সংস্কৃতির সাথে মোকাবেলা করে চলতে হয়। অনেক তরুনরাই একে একটি কঠিন এবং অসন্তোষজনক একটি অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করে। তারা কে এবং তারা কোন সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এই দ্বিধা তাদের জন্য সমস্যাজনক হয়ে পড়ে বিশেষ করে বিয়ের ক্ষেত্রে। তারা কি বৃটেনে জন্মগ্রহণকারী একজন বাংলাদেশীকে বিয়ে করবে নাকি বাংলাদেশী নয় এরকম একজন নারী বা পুরুষকে বিয়ে করবে? অথবা তারা কি তাদের পিতা মাতার পছন্দে বাংলাদেশে গিয়ে তাদের আত্মিয়দের মধ্যে বা একজন 'ভাল' বাংলাদেশী ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করবে?

এই ক্ষেত্রে একটি ইসলামিক সংগঠনের সাথে যুক্ততা পিতা মাতার পছন্দকে এড়িয়ে একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী খুজঁতে সহয়াতা করতে পারে। হিজাজ কমিউনিটির শেখ, আমাদের গবেষণার একটি সংগঠন যা বৃটেনের মিডল্যান্ডসে অবস্থিত, প্রায়ই বিয়ের ক্ষেত্রে তার অনুসারীদের অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে থেকে সঙ্গী খুজঁতে সাহায্য করেন। তাদের কে কেবলমাত্র নিজ নিজ এথনিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বিয়ে করতে হবে বিষয়টা এমন না, বরং তাদেরকে অন্যান্য এথনিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বিয়ে করতে দেখা যায়। একটি ইসলামিক সংগঠনের মাধ্যমে বিয়ের সঙ্গী খুজেঁ বের করার মাধ্যমে তারা একই ধরনের মূল্যবোধ এবং ধারণার একজনকে পেতে পারে যিনি অনেক বেশী নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য জীবন সঙ্গী হতে পারে। তখন তারা সহজেই তাদের পিতা মাতার পছন্দের বিরোধিতা করতে পারে।

তরুন পুরুষের ক্ষেত্রে ইসলাম একটি নতুন, তুলনামূলক ভাবে কম পিতৃতান্ত্রিক এবং লিঙ্গীয় ক্ষেত্রে সহনশীল পুরুষের পরিচিতি প্রদান করে। এটিই বৃটিশ মুসলমানদের নিকট একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে যুক্তরাজ্যে ইসলামের চিত্র এমনভাবে আকাঁ হয় যেখানে মনে করা হয় ইসলাম নারীর প্রতি শোষণ মূলক। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও পিতৃতান্ত্রিক ও নারীকে নিয়ন্ত্রনের একটি উপাদান হিসেবে ইসলামকে ব্যবহার করা হয়। ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে অনেকেই যেমন তাবলীগী জামায়াত এবং হিজাজ কমিউনিটি এমন শিক্ষা দেয় যেন একজন পুরুষ নমনীয় ব্যক্তিত্ব, ভদ্র এবং নবী মোহাম্মদ এর মডেল অনুসরণ করে সহানুভূতিশীল একটি প্রতিচ্ছবি তৈরি করে।

এখানে বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে আর একটি বিষয় কাজ করতে পারে সেটি হলো বাস্তবিক ক্ষেত্রে উচ্চ বেকারত্বের হার এবং ভাল বেতনের ও মর্যাদা সম্পন্য চাকুরীর অভাব। এমতাবস্থায় নতুন ইসলামিক মডেলে পুরুষালীর এমন একটি ধারণা তৈরি করে যেখানে একজন পুরুষ স্বামী এবং পিতা হিসেবে খুবই সহানুভূতিশীল এবং আত্ম মর্যাদাশীল হতে পারি।

বাংলাদেশী পরিবারের বিরুদ্ধে ইসলাম

বাংলাদেশের তরুন সমাজ তাদের পিতা মাতার সাথে তাদের মুল্যবোধ এবং বৃহত্তর সমাজের সমতাভিত্তিক লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয়ে সরাসরি কোন দ্বন্দে আবির্ভূত হয় না কিন্তু তার পরেও এই ধরনের অনেক সমস্যা এখানেও পরিলক্ষিত হয়। শহরে বসবাসরত তরুনরা সম্ভাব্য পাত্র পাত্রী খোজঁ করার ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে এবং দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য শহরের মত বাংলাদেশেও 'ভালবাসার বিয়ে' এবং 'আয়োজিত বিয়ের' প্রচলিত দ্বন্দ্ব বিরাজমান। যুক্তরাজ্যের মত ধর্মীয় সংগঠনগুলো বাংলাদেশেও সহায়ক সঙ্গী খুজেঁ পেতে একটি গ্রহণযোগ্য প্রেক্ষাপট তৈরি করতে সহায়তা করে। বিশেষকরে জামায়াত ইসলামীর ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বিয়ের আয়োজনের সংস্কৃতি ভালভাবে বিকশিত হতে দেখা যায়।

পুরুষদের পিতৃতান্ত্রিক এবং অনমনিয় দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টাও অনেক উত্তরদাতার আলোচনায় চলে এসেছে। পুরুষের তাদের স্ত্রীদের গৃহ নির্যাতনের বিষয়টা এখনো বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান এবং গ্রহনযোগ্য একটি বিষয়। শিক্ষিত শহুরে মানুষজন এই নির্যাতনের বিষয়টাকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখে না তবে তাদের মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক এবং কর্তৃত্বপূর্ন পুরুষালী দৃষ্টিভঙ্গি (এ্যাটিচুড) গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু এই ধরনের মানুষের আচরনের আশঙ্কা আমরা একজন নারীর এই মন্তব্যে দেখতে পাই। আমরা ঢাকাতে তার সাক্ষাৎকার নেই যিনি তার স্বামীর সাথে তাবলীগী জামায়াত এর সাথে যুক্ত:

> বাঙ্গালী পুরুষেদের মাথা গরম এবং খুব সহযেই রেগে যেতে পারে। এটা বোধগম্য যে তারা একটি কঠিন পরিবেশের মধ্যে গৃহের বাইরে কাজ করে, তাদের কর্মক্ষেত্রে এবং রাস্তায় সংগ্রাম করে বাসায় আসতে হয়। তাবলীগ তাদের রাগকে নিয়ন্ত্রন করতে শেখায়। তাবলীগ তাদের শেখায় সুন্নত, নবীর আচরনের ধরন অনুসরণ করা। নবী খুবই অমায়িক ছিলেন, তিনি কখনোই তার গলা উচুঁ করে তাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলতেন না, সকল কিছুই অমায়িক ভাবে করা হতো।

বাংলাদেশে নারীর চাকুরীর বিষয়টাও এর সাথে টানাপোরণের সৃষ্টি করে। শিক্ষিত তরুন নারীরা প্রায়ই তাদের পেশাগত জীবন চালিয়ে যাবার বিষয়ে অনেক সচেতন এবং গত দুই দশকের তুলনায় নারীর চাকুরীর সুযোগ ও সুবিধা বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেক বেড়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এখনো বেশ শক্তিশালী অবস্থায় রয়ে গেছে। নারীর বাইরে কাজ করার বিষয়টি এখনো সমস্যাজনক একটি বিষয় হিসেবে দেখা হয়। কেননা এটি তার স্বামীর সহযোগিতামূলক আচরনের ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হয়। নারীর বাইরের কাজ তাকে এমন একটি পরিবেশের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় যেখানে মনে করা হয় সে অন্য পুরুষের সাথে মেলামেশা করবে এবং একটি নৈতিক ঝুকিঁ থেকে যায়। যদি একজন নারী হিজাব পরে একটি ইসলামিক প্রেক্ষাপট তৈরির মাধ্যমে তার কর্মক্ষেত্রে যায় সেটা তার স্বামী এবং তার শ্বশুর আলয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখা হয়।

৭. ইসলামিক বিয়ে: অনিশ্চিত পৃথিবীতে একটি নিরাপদ স্থান

আমরা প্রস্তাব করছি যে, এই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অবস্থাতে সাম্প্রতিক মুসলমান পরিবার যে সকল সমস্যার সম্মূখীন হয়, নতুন ধরনের ইসলাম তাদের কে এর সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয় যা একটি প্রধান আকর্ষনের বিষয় হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে তারা একটি ব্যক্তিগত পরিচিতি প্রদান করে যা ব্যক্তির জীবনের বিয়ে, পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর প্রতি ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির তৈরি করে। নতুন ইসলামিক আন্দোলন গুলো বিয়ে এবং পরিবার এর বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করে যেখানে নারী-পুরুষের মাঝে স্বর্গীয় একটি সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে একটি সঠিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়। আরো বলা হয় আধাত্মিক ও আদর্শ পরিবেশ এর মাধ্যমে কিভাবে সন্তানদের সঠিক ভাবে গড়ে তোলা হবে। ইসলামিক পরিবারের এরকম ধারণা পুরোনো ইসলামের ইতিবাচক একটি বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এই নতুন ইসলাম মনে করে পূর্বতন ইসলাম আধুনিক পূর্ব, 'অনৈসলামিক' আচার ও চর্চার সাথে নিজ স্বার্থে মানিয়ে চলে এবং পশ্চিমা সমাজের নৈতিকতা এবং ধর্মহীনতার সাথে যুক্ত।

এই অংশে আমরা বাংলাদেশের এবং যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী তরুনদের বিয়ে নিয়ে আরো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা বারবার আমাদের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে এবং তা হলো বিয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা। যার জন্য তারা প্রকৃত ইসলামিক বিয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এমন সঙ্গী খুজঁছে যারা একই ইলমিক মূল্যবোধ ধারণ করে। কিন্তু কেন এই সব মুসলমান তরুন অনিরাপদ বোধ করে এবং কেনই বা তারা মনে করেন যে ইসলাম তাদের এই নিরাপত্তা দিতে পারে? এখানে আধুনিক সমাজের জটিলতা বিশেষ করে নাগরিক প্রতিবেশ একটি তাৎপর্যপূর্ন বিষয়। নারী এবং পুরুষ বিশেষ করে যারা শহরে বসবাস করে এবং উভয়ই বাইরে কাজ করে তারা হয়তো অনেক বেশী সময় কাটিয়ে দিচ্ছে নিজেদেরকে নিয়ে এবং যৌথ পরিবারের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া প্রায়ই একটি একক পরিবারে বসবাস করে।

বাংলাদেশে নিরাপত্তা বিষয়

বাংলাদেশে বিয়ে নিয়ে নারীর দুঃশ্চিন্তা এবং এই সমস্যার সমাধান হিসেবে ইসলাম এর দিকে আকর্ষনকে বুঝতে হলে বর্তমানে এবং ঐতিহ্যগত ভাবে বাংলাদেশের সমাজে কিভাবে বিয়ে সংগঠিত হয়ে থাকে তা বুঝতে হবে। বাংলাদেশীদের মধ্যে বিশেষকরে নারীর জীবনে পরিবার সর্বদাই একটি অন্যতম কাঠামো প্রদানকারী বিষয়। এটি নারীর আচরণের নিয়ন্ত্রনের একটি অংশ বিশেষকরে পুরুষের সাথে নারীর মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রন করা হয় তাদের পুরুষ অভিভাবকদের দ্বারা

(অবিবাহিত নারীর জন্য বাবা, বিবাহিত নারীর জন্য স্বামী, বিধবাদের ক্ষেত্রে ভাই অথবা সন্তান)। এই নিয়ন্ত্রনের বিষয়টা যৌক্তিকতা পায় পর্দা, সম্মান এবং লজ্জার মতাদর্শ দ্বারা। এই নিয়ন্ত্রনের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ হলো যত দ্রুত সম্ভব মেয়ের বিয়ের আয়োজন করা। কেননা অবিবাহিত বয়স্ক নারীকে পরিবারের সম্মানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঝুকিঁ মনে করা হয়।

সমাজে নারীর বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিত নারীর গ্রহণযোগ্য আচরনের সীমা ও পরিধি সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে নারীর জন্য জনক্ষেত্র এবং চাকুরীর ক্ষেত্র আরো উন্মুক্ত হবার মধ্য দিয়ে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মূলনীতি এবং নারীর প্রতি তাদের নিয়ন্ত্রনের বিষয়টির তেমন পরিবর্তন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত শহুরে নারী চলাফেরার ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রনহীন জীবন যাপন করতে পারে কিন্তু বিয়ের প্রশ্নে তাদেরকে অনেক গ্রামীণ নারী মত একই মূল্যবোধ এবং আচার প্রথার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সুতরাং নারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিয়ে করার চাপ থাকছেই। পাশাপাশি তারা এই অনিশ্চিত এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশে একজন নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ স্বামী খুজেঁ বের করার বিষয় নিয়েও চিন্তিত।

তাবলীগী অনুসারী একজন নারী বলেন:

> আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে এটা জেনে যে আমার স্বামী যখন অন্য নারীকে দেখে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে। এখন সকল ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষ একই সাথে কাজ করছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক একটি খুব সাধারন ঘটনা। আমার অনেক বান্ধবী আছে যারা ধার্মিক না তারা তাদের স্বামীকে নিয়ে সারাক্ষন একটি উদ্বেগ এর মধ্যে থাকে এই ভয়ে যদি তারা অন্য কোন মেয়ের সাথে কোন ধরণের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত আমি সম্পূর্নই নিরাপদ বোধ করি যে আমার স্বামী অন্য কোন নারীর দিকে তাকাবে না। সেও আমার সম্পর্কে একই রকম বোধ করবে যদি আমি বাইরে যাই।

একই ভাবে একজন পুরুষ এমন একজন সঙ্গী পেতে চায় যার শুদ্ধতা সকল ধরনের সন্দেহের বাইরে থাকবে এবং যে বিয়ের পরও পবিত্র থাকবে। আমাদের অনেক উত্তরদাতাই নতুনভাবে ইসলামিক জীবন শুরু করার আগে তাদের জীবন ধারণের প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। তারা অনেকটা সময় কাটিয়ে দিতেন অন্যদের সাথে সাথে আড্ডা দিয়ে। কেউ কেউ মদ্যপান ও ড্রাগ এর সাথে জড়িত ছিলেন, কারো কারো প্রেমিক প্রেমিকার সাথে সমস্যা ছিল অথবা এমন বন্ধু আছে যাদের এই সব সমস্যা ছিল। তারা তাদের পরিবারের মধ্যে নানা সমস্যা খুজেঁ পাচ্ছিলেন, একটি বিসৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন চলছিল এবং কোন কোন পরিবারে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল, কেননা তাদের জীবনের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর আচরণের কোন কাঠামো ছিলনা। অনেক তরুনদের জীবন তারা ধ্বংশ করতে দেখছে।

পশ্চিমা সমাজের ছেলে-মেয়েদের স্বাধীনভাবে মেলামেশা, বিবাহপূর্ব এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার আশঙ্কাও ছিল অনেক। বাংলাদেশে একজন তাবলীগী জামায়াত উত্তরদাতা বিবাহপূর্ব ভালবাসার সম্পর্কের ভয়াবহ দিক নিয়ে কথা বলেন। তিনি দাবী করেছেন কমপক্ষে চার জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এই ধরনের সম্পর্ক অবনতি হবার পর আত্মহত্যা করেছে। অন্য একজন তাবলীগী সদস্য তার পরিচিত একটি পরিবারের কথা বলেন যেখানে বাবা অন্য এক নারীর সাথে সময় কাটিয়ে গভীর রাতে বাড়িতে ফেরেন। একদিন তিনি বাড়িতে এসে দেখতে পান একজন লোক একটি দামী গাড়ি দিয়ে তার স্ত্রীকে বাসায় নামিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় তাদের তরুন সন্তান হিরোইন নিয়ে বেহুস হয়ে পড়ে আছে। এই গল্পগুলো বাস্তব বা অবাস্তব কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু এই তরুন সমাজ যারা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়ে আধুনিক (সেক্যুলার) জীবন ব্যবস্থাকে পিছনে রেখে এসেছে, তারা ঐ জীবন কে এভাবেই দেখে বা কল্পনা করে থাকে।

অনেক উত্তরদাতাদের আলোচনায় 'কাঠামোর' ধারণাও উঠে এসেছে। তারা ইসলামের সাথে গভীরভাবে জড়িত হবার আগে তাদের জীবনকে দেখতেন কাঠামোহীন এবং অস্থীর হিসেবে: তারা ছিলেন ছন্নছাড়া, গান ও আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতেন। ইসলাম তাদের একটি 'কাঠামো' প্রদান করেছে যার মাধ্যমে একজন ভাল মুসলমানের জীবন অতিবাহিত করা উচিত। কেউ যদি ইসলাম প্রদত্ত এই কাঠামো অনুসরণ করে, কুরআন ও হাদিস মেনে চলেন, অন্য কথায় নবী মোহাম্মদ এর জীবন এর উদাহরণ

অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তার বিয়ে নিয়ে কোন প্রকৃত সমস্যা হবার কথা নয়। তারা সকল সময়ই এটা বলছেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিয়ম এবং নীতি নিয়ে আসে। ইসলাম কেবলমাত্র প্রার্থনা এবং আচার প্রথা অনুসরণ করার কথাই বলে না বরং বিয়ের সম্পর্ক, বিয়ের মাধ্যমে একে অপরের সাথে কিভাবে আচরণ করবে, পরিবারের নেতৃত্ব কার থাকবে বা নেতৃত্ব কেন প্রয়োজনীয়, সন্তানদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে সমাজের সবার সাথে মিশতে হবে এসবের কথাও বলে।

তরুন বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে নিরাপত্তার বিষয়

বিবাহিত সঙ্গী নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল হবে কিনা এই প্রশ্ন যুক্তরাজ্যের যুব সমাজকেও ভাবিত করে। পশ্চিমা জীবন ধারা যেখানে নারী-পুরুষের স্বাধীনভাবে মেলামেশার অবাধ সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছে সেখানে নারী এবং পুরুষ উভয়ই একে অপরের উপর সন্দেহ প্রবণ হয়ে যেতে পারে এটা ভেবে যে তার সঙ্গীকে সে বিশ্বাস করতে পারবে কিনা। তরুনরা অনেক সময়ই 'পাব এবং ক্লাব'এর জীবন ধারার মধ্যদিয়ে পার করেছে, সেক্যুলার জীবন ধারণ করেছে যা অসুখি প্রমাণিত হয়েছে। পরিবার দ্বারা আয়োজিত বিবাহও ঝুকিঁপূর্ন হতে পারে যেখানে তারা সম্ভাব্য পাত্র বা পাত্রী সম্পর্কে তেমন একটি জানে না। এই ধরনের বিবাহের আয়োজন করা হয় মূলত বাংলাদেশ থেকে আত্মীয় সজ্জনদের অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা এবং তার নিজ সন্তানের প্রয়োজনের কারণেও। একজন ধার্মিক মুসলমান সঙ্গীর অর্থ হচ্ছে এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

হিজাজ কমিউনিটির ক্ষেত্রে তরুনরা এমনটাও আশা করতে পারে যে তার সম্ভাব্য সঙ্গী তাদের একই মূল্যবোধ এবং প্রতিশ্রুতির আওতায় থাকবে। এখানে তারা তাদের শেখ এর আধ্যাত্মিক পরামর্শ এবং তাদের কমিউনিটির সহায়তাও পেয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে একজন সদ্য বিবাহিত বৃটিশ বাংলাদেশী পুরুষ ব্যাখ্যা করেন, কিভাবে হিজাজ কমিউনিটির এক সদস্যকে বিয়ে করাতে তাদের দুজনের মূল্যবোধ এক হওয়ার কারণে তাদের অনেক সুবিধা হচ্ছে:

> Ideally I think both of us would like to develop ourselves in our marriage on something which reflects the marriage of the Prophet with his wife, and this means to me that we slowly nurture a structure which is based upon that which the Prophet did. The two of us, and the community that we are part of, we follow the same form of Islamic governance, personal governance, you know; we can have that relationship based on the framework of Islam because everyone who's part of that, to a greater or lesser degree, follows the same morals and ethical principles and conscience.

একই ব্যক্তি বিয়ের ক্ষেত্রে ভালবাসাকে কিভাবে দেখে থাকেন সেটা নিয়ে বলেন:

> My definition of love is to want to be like the object of your love, to think about them all the time, to talk about them with everyone, … these are all very deep, very powerful emotions, and, you know, manifest in very powerful actions but you couldn't have that in a husband and wife relationship unless the other person was having that divine love for God. Patience, tolerance, servitude, selflessness, these can only exist if at least one of the people have that relationship with God because the energy to sustain that. The energy to sustain that comes from Him, and that relationship, it won't come from the other person.

সে তার স্ত্রী এবং হিজাজ কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যগণ ভালবাসার সম্পর্ককে (love-affair) খুবই সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এবং তাদের কাছে এটা 'বলিউড' অথবা হলিউড এর মত পশ্চিমা আচরণ বলে মনে হয়: 'আমি ঐ ব্যক্তিকে খুব পছন্দ করি, এবং কয়েক মাস পরে, তাকে আমি আর ভালবাসি না'। এই ধরনের ভালবাসা ইসলাম বিরোধী এবং অস্থায়ী। তারা সবাই এই ধরনের ভালবাসার অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হয়েছেন। কিন্তু এখন তারা একটি আধ্যাত্মিক এবং সহানুভুতিশীল একটি কমিউনিটির সদস্য যাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাদের শেখ। এই আধ্যাত্মিক ভ্রমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ, সৃষ্টিকর্তাকে নবী যেভাবে ভালবেসেছেন সেইভাবে ভালবাসা।

অপর একজন বৃটিশ বাংলাদেশী নারী বলেন কেন সে সচেতন ভাবে ইসলামিক নিয়ম কানুন অনুসরন করে তার সম্ভাব্য স্বামীর সাথে মেলামেশা স্থগিত রেখেছেন যদিও তারা কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

> কেননা এটাতো অবশেষে নাও হতে পারে। ....কয়েক দিন পরে আপনি হয়তো শুনতে পারেন, ওহ, কোন কারণে এই সম্পর্কটি আর সামনে গড়ালো না। কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন কি হবে। তাই এই কারণে.....এটা আপনার নিজের নিরাপত্তার জন্য। আপনি জানেন, যদি আপনি কারো সাথে একটি বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সেটি পরে ভেঙ্গে যায় তাহলে সেটা কষ্টদায়ক হবে এবং সেটা নিজের জন্যও ভাল না। অনেক মানুষ মনে করে ইসলাম খুবই সীমাবদ্ধ এবং এখানে কোন আনন্দ নাই কিন্তু এর প্রতিটি নিয়ম এবং দিক নির্দেশনার পিছনে জ্ঞানের বিষয় রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এর পিছনে অনেক জ্ঞানের বিষয় রয়েছে বলে মানি। যদি আপনার একটি খারাপ সম্পর্ক থাকে এটা আপনার ভবিষ্যত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নানা রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমি এমন অনেককেই জানি যারা শেষ পর্যন্ত নারী বা পুরুষ জাতীকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে শুধুমাত্র তাদের পূর্বের খারাপ অভিজ্ঞতার কারণে। অথবা কোন নারী বা পুরুষ তার সঙ্গীর উপরে সুযোগের ব্যবহার করে এবং যখন তারা এটা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তারা তখন একে ছেড়ে দেয়। এই ধরনের ফলাফলের নিরাপত্তার জন্য এই নিয়ম কানুনের প্রয়োজন।

তিনি বলেন তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল তা 'ইসলামিক চরিত্র':

> যেমন, সে ইসলামিক চর্চার মধ্যে আছে এবং সে নবীকে এবং নবীর ব্যবহার এর ধরনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। নবী মোহাম্মদ এর চরিত্র ছিল আদর্শ, তার স্ত্রীদের সাথে তিনি কখনো উচ্চ স্বরে কথা বলেন নি, তাদের কে কখনো নির্যাতন বা আঘাত করেন নি, অথবা কোন সময় তাদের কে ছোট করে দেখেন নি, আপনি হয়তো জানেন সকল সময় তাদের জন্য সময় বের করে রাখতেন, তিনি সবসময় মজা করতেন এবং তার স্ত্রীদেরকে ভালবাসা দৃষ্টিতে দেখতেন। আমি মনে করি এখনকার বাংলাদেশী বিবাহের ক্ষেত্রে এই সব বিষয় এর অনেক বিষয়গুলোই অনুপস্থিত। যে কেউ নবীকে অনুসরণ করার চেষ্ট করে তাকেই আমি প্রশংসা করে থাকি, আমি সত্যিকার অর্থেই একে ভালবাসি।

সে পশ্চিমা ভালবাসার প্রতি অনীহা প্রবণ:

> পশ্চিমা ধারণায় ভালবাসা কি, মানে যে ধরনের প্রকাশ আমি দেখি সেটা হলো, অনেকটা সিনেমার ধরণ, যেটার কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। আমি এটা বিশ্বাস করি না, ওহ, এই ব্যক্তি আমার জন্য আদর্শ আত্মার সঙ্গী। আমি এটা বিশ্বাস করি না; আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় এটা একেবারেই ফালতু। .....আমি মনে করি মানুষ এখানে ভালবাসা এবং যৌন আকাঙ্খাকে এক সাথে মিলিয়ে ফেলে। আমার মনে হয় এই ধরনের ভালবাসা-যৌন আকাঙ্খা কে আপনি সকল সময় মানিয়ে চলতে পারবেন না, এটা সম্পূর্নই অসম্ভব।
>
> ভালবাসা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ন। আমি জানি অনেক মানুষ এই যুক্তি তোলে যে, সত্যিকার অর্থে ভালবাসার কোন সঙ্গা নাই; কিন্তু আমার কাছে ভালবাসার মানে দয়াপরবশ এবং কুরআনের আলোকে দয়াশীল এবং একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল হতে উৎসাহিত করা। আমার কাছে এটাই ভালবাসা.....মজার বিষয় হচ্ছে, কুরআনে পুরুষদেরকেই তার

> স্ত্রীদের প্রতি বেশী করে দয়া এবং ক্ষমাশীল হতে বলা হয়েছে। এটাই তাদের অধিকার, নারীর অধিকার হচ্ছে তার প্রতি তার স্বামী যেন দয়ালু হয় এবং কুরআনে বেশ কয়েকবার এবং হাদিসেও এই বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। নবী মোহাম্মদ যৌনতা সম্পর্কেও উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, যদিও ইসলাম নারীকে তাদের স্বামীকে মেনে চলতে বলেছে, 'এটা তখনই প্রযোজ্য যখন তার স্বামী আল্লাহর নিয়ম মেনে চলেন'। অন্য অর্থে, যদি কোন নারী এমন পুরুষকে বিয়ে করে যে কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে তার স্ত্রীর প্রতি দয়া এবং ক্ষমাশীল হয়, তাহলে তার স্ত্রী বিয়ের সকল পর্যায়ে ভাল থাকবে। অনিশ্চিত পৃথিবীতে নারীর প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের উত্তর ইসলাম দিয়েছে এবং একজন নারী অন্যান্য তরুনদের মতই পশ্চিমা সেক্যুলার জীবন ধারাকে সমস্যজনক মনে করে বিশেষ করে বিয়ের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিয়েও তার সমস্যা রয়েছে। যদিও সে পশ্চিমা এবং বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কে সম্পূর্নভাবে বাদ না দিয়েই ইসলামের মধ্যে এখন একটি সুখি জীবন খুজেঁ পেয়েছে। সে একজন চর্চাশীল মুসলমান পুরুষকে পেয়েছে তার ধারণায় যিনি নবীর জীবনকে অনুসরণ এবং নবীর জীবনের আদর্শ তার নিজের জীবনে চর্চা করার চেষ্টা করছেন। এবং সে আশা করে যে এই সম্পর্ক তাদের উভয় এর জন্যই ভালভাবে কাজ করবে। আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকেই একই ধরনের ইচ্ছা ধারণ করে যে তার স্বামী একজন ধার্মিক মুসলমান হবে।

ইসলামিক বিয়ের ভালবাসায় উভয় এর মধ্যে দয়াশীলতা এবং ক্ষমাশীলতার উপস্থিতি থাকতে হবে যেন উভয়ই একে অপরকে ভালভাবে দেখাশুনা করতে পারে যেভাবে নবী তার স্ত্রীদের সাথে করেছেন। স্ত্রীদেরও একই ভাবে স্বামীর সাথে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের উত্তরদাতারা যেহেতু বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি অংশ এবং ইসলাম একজন পুরুষকেই নেতৃত্ব প্রদান করে সেহেতু নারীকেই বেশী নিশ্চিত হতে হবে, তার স্বামী যেন প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ করে এবং নবীর জীবনের উদাহরণ তার নিজ বিবাহিত জীবনে চর্চা করে।

এটা আশ্চর্যের ব্যপ্যার নয় যে, বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যে আমরা যত সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের অধিকাংশই তখনই ইসলামের দিকে ঝুকেঁ পড়েছে যখন থেকে তারা বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করছে এবং তাদের নিজ 'জীবনের প্রকল্প' (লাইফ প্রজেক্ট) নিয়ে ভাবছে। বিয়ের সময়টা হচ্ছে আত্মউপলব্ধির একটি সময়। কোন দিকে তার জীবন যাচ্ছে? একজন নারী বা পুরুষ কেমন স্বামী বা স্ত্রী চায়?

৮. বিশ্বজনীন (কসমোপলিটন) সচেতনতা, পশ্চিমা বিরোধী সমালোচনা এবং বিকল্প আধুনিকতা

ইসলাম এবং তার মূলনীতির প্রতি তাদের জীবনের পরিপূর্ন সমর্পন এবং 'পশ্চিমা' সেক্যুলার মূলবোধ বিশেষ করে যৌনতা, বিয়ে এবং পরিবার এর বিষয়ে নিয়ে তাদের সমালোচনাপূর্ণ অবস্থান থাকা সত্ত্বেও এই তরুন সমাজ একটি খোলামেলা বিশ্বজনীন (কসমোপলিটান) সচেতনতা ধারণ করে। তারা একটি আধুনিক রাষ্ট্রে বসবাস করছে, এবং তাদের চিন্তা ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই এই রাষ্ট্রের জীবন ব্যবস্থার সাথে একই ভাবে বিরাজ করে। তাদের কারোরই 'কট্টরপন্থী' রাজনৈতিক ইসলামের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ নেই। তাদের আসল চিন্তা হচ্ছে তাদের এবং সন্তানদের জন্য একটি সাফল্যমন্ডিত জীবন গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের শহরে বসবাসরত তরুন বাংলাদেশী এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বিদ্যমান অবস্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, যেখানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশীরা যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা সদ্য অভিবাসিত। তারপরও উভয়ই আধুনিকতার আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত এটা তাদের জীবনে বিশেষ কিছু সুবিধা, পছন্দ ও সুযোগ এর জায়গা করে দেয় যেটা তাদের পিতা মাতার সময়ে অনুপস্থিত ছিল। এর সাথে সাথে কিছু অসুবিধাও চলে আসে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, এখানে কি পছন্দ করার মত অনেক বেশী বিষয় রয়েছে? পছন্দ করার সুযোগ কি মানুষের জন্য সকল সময়ই ভাল কিছু বয়ে আনে? অবশ্য উভয় দিক নিয়েই যুক্তি এবং তর্ক রয়েছে। তবে একে এই প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে কেন কাঠামোগত এবং নির্দেশিত জীবনের প্রতি যুবসমাজের একটি আকর্ষণ রয়েছে এবং ধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে এই কাঠামো এবং দিকনির্দেশনারই জন্য। তরুন মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের এই কাঠামো এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। বিয়ে এবং পরিবারের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

যুবসমাজ যখন বিয়ে সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীণতা এবং ইসলামের মাধ্যমে এই নিরাপত্তা পাবার কথা বলে, তারা আসলে কি নিয়ে এত সঙ্কিত? আমরা এরই মধ্যে দেখেছি যে, বিবাহ পূর্ব যৌনতা এবং বিয়ের পরে অনৈতিক সম্পর্কের ঝুকিঁ নিয়ে তাদের ক্রমাগত ভয় রয়েছে যাকে মূলত 'পশ্চিমা' একটি সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। এবং এর বিরুদ্ধে ইসলামিক জীবনযাত্রাইতাদের প্রতিরক্ষা হতে পারে। এটা একটু ভেবে দেখার বিষয় যে, বাংলাদেশী যুবসমাজ যারা নাকি আধুনিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত কেন তারা এমন মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিচ্ছে যা নাকি আসলেই বাংলাদেশী ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ যেমন বিবাহ-পূর্ব বিশুদ্ধতা, পর্দানশীলতা ইত্যাদি। 'পশ্চিমা' সংস্কৃতির অবশ্যই নেতিবাচক দিক রয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সকল ধরনের 'পাব এবং ক্লাব এর সংস্কৃতি' এবং বিবাহপূর্ব যৌনতা ধ্বংশ ডেকে আনে এবং সকল 'পশ্চিমা' বিয়েই ভালবাসাহীন ও তালাকের মাধ্যমে এর পরিণতি ঘটে। তাহলে কেন বাংলাদেশী তরুন বিশেষকরে যারা পশ্চিমা একটি দেশে বসবাস করছে, তারা পশ্চিমা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে অতিরঞ্জিত বিবরণকে মেনে নেয়?

আমরা অবশ্য আগেই এর একটি কারণ তুলে ধরেছি কেন তাদের দৃষ্টির বাইরের এইসব গল্প তাদের জন্য জরুরী হয়ে উঠে। ইসলামিক বিয়েকে ধারণ করা হয় কেবলমাত্র পশ্চিমা মূল্যবোধের একটি প্রতিরোধ হিসেবেই নয়। এটি অন্যদিকে পরিবারের আয়োজন করা বিয়ের বিরুদ্ধেও একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলে, নইলে হয়তো সেটা তাদের পরিবারের দ্বারা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো। এই যুক্তিতে বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমা মূল্যবোধ প্রতিরোধ করার বিষয়ে তরুন প্রজন্ম ও তাদের পিতা-মাতার মতামত এক থাকাতে তাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তার রেশটা ঢাকা পড়ে। দক্ষিন এশিয়ার বৃটিশ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার দ্বারা আয়োজিত বিবাহের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ বা তালাক এর প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশ উচুঁ এবং বাংলাদেশেও তালাকের হারও বেশ তাৎপর্যপূর্ন। সেই কারণে হয়তো উভয়দেশের তরুন বাংলাদেশী বাস্তবিক অর্থে আধুনিকতার ভয়াবহতার চেয়ে আয়োজিত বিবাহের অসামঞ্জস্যতা এবং অসুখি জীবন এর ভয়াবহতা নিয়ে বেশী শঙ্কিত। ইসলামিক প্রতিশ্রুতি, যেটা আমরা দেখেছি গ্রহণযোগ্য, বিয়ের সঙ্গী খোজঁ করার ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

তরুন সমাজ যে বিভিন্ন ধরনের আধুনিকতাবাদী ইসলামের সংশ্লিষ্ট, তাদের কতটা, 'বিকল্প আধুনিকতা' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যা নাকি তাদের নিজেদের এবং সমাজের ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা দিতে সহায়ক হবে, এই বিষয়টা একটু ভাল করে দেখা দরকার। সুজান ব্রেনার ইন্দোনেশিয়ায় নারীর আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই প্রস্তাব করেন,কিন্তু আমাদের এই প্রক্রিয়াতেও এটি প্রাসঙ্গিক একটি আলোচনার দাবী রাখে।

আমরা অন্যত্র বাংলাদেশে জাকির নায়েকের টেলিভিশন ধর্ম প্রচারক এর জনপ্রিয়তা নিয়ে লিখেছি, যারা যুক্তি দেখায় পশ্চিমা বিজ্ঞানের মূল্যবোধের পুরোপুরিই কুরআনে বিশদ বিবরণ রয়েছে। নায়েক নিজেকে একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে দাবী করেন, তিনি মনে করেন পশ্চিমা প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্য কিন্তু পশ্চিমা জ্ঞানের মধ্যে নতুন কিছু নেই যা নাকি কোরআনে আগেই বলা হয় নাই। নায়েক সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যকে এড়িয়ে চলেন, কিন্তু হিজবুত তাহরীর এবং জামায়াত ইসলামীর মত তারও অবস্থান হলো ইসলামিক নিয়ম নীতি অনুসারে সমাজের বিস্তর পূনর্গঠন করা।

এখানে অবশ্য দুটি প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। একটি হলো ইসলাম বাস্তবিক অর্থে বিকল্প আধুনিকতা গঠনের প্রক্রিয়া কতদুর অগ্রসর হল এবং দ্বিতীয় হলো, বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে তরুন মুসলমান সমাজ কতটা চিন্তিত।

'বিকল্প আধুনিকতার' প্রশ্নটি মূলত পূর্ব এশিয়ার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা পর্যায়ে আলোচিত একটি বিষয় হিসেবে রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে 'কনফুসিয়ান মডেল' এর ধারণা পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার আধুনিকতার তুলনায় একটি বিকল্প ভিত্তি প্রদান করে। ইসলাম নিয়ে লেখালিখি করনে তাদের মধ্যে অনেকেই যেমন তুরুস্কের সমাজবিজ্ঞানী নিলুফার গোলে বাস্তবিক ক্ষেত্রে ইসলাম এর আধুনিকতার প্রকৃত বিকল্প মডেল গঠনের প্রক্রিয়াকে সতর্কতার সাথে দেখে থাকেন; কিছু বছর আগে গোলে যুক্তি দেখান কট্টরপন্থী ইসলামবাদী দল রাজনৈতিক এর তুলনায় সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে অধিক কর্মসূচী চালিয়ে থাকত।

এমনকি বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্য উভয় স্থানেই, আমাদের অনেক উত্তরদাতারা মনে করে ইসলাম পশ্চিমা সেক্যুলারিজম এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার কারণে একটি ঝুকিঁর সম্মুখীন। তবে তেমন কেউ ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনে বিশেষ আগ্রহী নন।

৯. উপসংহার

এটি কেবলমাত্র আমাদের গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত একটি রিপোর্ট। আমাদের এখনো অনেক তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের ১০০ ঘন্টার মত সাক্ষাৎকার রয়েছে যা আরো ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নের জন্য রয়ে গেছে। আমাদের এই প্রকল্প থেকে আমরা বেশ কিছু প্রকাশনা করেছি এবং আরো কিছু সামনে প্রকাশিত হবে এবং আমাদের বিস্তারিত ফলাফল আমরা একটি বই এর মাধ্যমে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছি। আমরা আশা করছি এই সূচনা আমাদের কাজের একটি সাধারন ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে/ ধন্যবাদজ্ঞাপন

আমরা ই এস আর সি (Economic and Social Research Council) কে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আরো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই, অধ্যাপক আইনুন নাহার, অধ্যাপক নাসীম হোসাইন, অধ্যাপক সুলতানা খানম, ড. মাজহারুল ইসলাম, ইভা সাদিয়া সাদ, সাহানা সিদ্দিকী, মুশফিকুর রহমান, মো. মাহমুদুর রহমান, জামাল খান, তৌফিকুল তমাল, বাংলাদেশ এর ঝুমুর, হযরত আল্লামা পীর ফাইজ-উল-আকতাব সিদ্দিকী, নানিটনের হিজাজ কমিউনিটির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, ড. সোফি গিলিয়াট রে, আজমল মনসুর, সেলিম কিদওয়াই এবং যুক্তরাজ্যের ইসলামিক সার্কেল এর সংগঠকবৃন্দ, বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যে আমাদের সকল উত্তরদাতা এবং ফোকাস দলের আলোচকদের তাদের একান্ত সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য। কারো নাম বাদ পড়ে গেলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাদের অনেক উত্তরদাতা খুবই উদার ছিলেন এবং গবেষণার কাজে সাহায্য করার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। গোপণীয়তা রক্ষার জন্য আমরা তাদের নাম এখানে প্রকাশ করছি না কিন্তু তাদের কাছে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

References

Since this is intended as an informal introduction, we have not given standard academic references in the text above. If you are interested in further reading, however, we list below some of our own work, and some of the other books and articles that we have found useful.

Ahmed, Leila. 1992. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven/London: Yale University Press.

Ahmed, Rafiuddin (ed.) 2001. *Understanding the Bengal Muslims: Interpretative Essays.* Dhaka: University Press Limited.

Asif, Iram 2006 *Hijaz College: Students of Islamic Religious Sciences in Contemporary British Society*, Masters Dissertation for Centre for Theology and Religious Studies, Lund University, Sweden.

Ballard, Roger. 2006. Popular Islam in Northern Pakistan and its Reconstruction in Urban Britain. In Jamal Malik and John Hinnells (eds), *Sufism and the West,* pp.160-186. London: Routledge.

Bhatt, Chetan. 2006. The Fetish of the Margin: Religious Absolutism, Anti-Racism and Postcolonial Silence. *New Formations*, no. 59, Autumn, pp. 98-115. (Special Issue - Postcolonial Studies After Iraq.)

Brenner, Suzanne 1996. Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and The 'Veil'. *American Ethnologist* 23: 673-697.

Chopra, Radhika, Osella, Caroline and Osella, Filippo. 2004. *South Asian Masculinities: Contexts of Change, Sites of Continuity.* New Delhi: Women Unlimited.

Dwyer, C. 1999. Veiled Meanings: Young British Muslim Women and the Negotiation of Differences. *Gender, Place and Culture,* 6, 5-26.

Eade, John and Garbin, David. 2006. Competing Visions of Identity and Space: Bangladeshi Muslims in Britain. *Contemporary South Asia* 15: 181-193.

Eaton, Richard M. 1993. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760.* Berkeley and LA: University of California Press.

Eaton, Richard M. 2001. Who are the Bengal Muslims? Conversion and Islamization in Bengal. In R. Ahmed (ed.), *Understanding the Bengal Muslims: Interpretive Essays,* pp.26-51. Dhaka: UPL.

Gardner, Katy. 1993a. Mullahs, Migrants, Miracles: Travel and Transformation in Sylhet. *Contributions to Indian Sociology* (n.s.) 27: 213-235.

Gardner, Katy. 1993b. Desh-Bidesh: Sylheti Images of Home and Away. *Man* (N.S.) 28: 1-15.

Geaves, Ron. 1995. The reproduction of Jama'at-i Islami in Britain. *Islam and Christian–Muslim Relations* 6: 187 – 210

Geaves, Ron. 2005. Tradition, Innovation, and Authentication: Replicating the "*Ahl as-Sunna wa Jamaat*" in Britain. *Comparative Islamic Studies* 1: 1-20.

Huq, Maimuna. 2008. Reading the Qur'an in Bangladesh: the politics of belief among Islamist women. *Modern Asian Studies* **42**, 457-88.

Huq, Maimuna. 2009. Talking Jihad and Piety: Reformist Exertions among Islamist Women in Bangladesh. *J Royal Anthropological Institute* 15 (Supplement): S1163-182.

Huq, Samia & Rashid, Sabina Faiz. 2007. Refashioning Islam: Elite women and Piety in Bangladesh. *Contemporary Islam,* 2, 7-22.

Kibria, Nazli 2008. The 'New Islam' and Bangladeshi Youth in Britain and the US. *Ethnic and Racial Studies* 31(2), 243-266.

Kotalová, Jitka. 1993. *Belonging to Others: Cultural Construction of Womanhood among Muslims in a Village in Bangladesh*. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Lewis, Philip. 1994. *Islamic Politics: Religion, Politics and Identity among British Muslims: Bradford in the 1990s.* I.B. Tauris.

Lewis, Philip. 2007. *Young, British and Muslim.* London: Continuum.

Mahmood, Saba. 2005. *The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject,* Princeton, NJ: Princeton University Press.

Masud, M.K. (ed.) 2000. *Travellers in faith: Studies of the Tablighi Jama'at as a transnational Islamic movement for faith revival*. Leiden: Brill.

Mayaram, Shail. 2000 *Resisting Regimes: Myth, Memory and the Shaping of a Muslim Identity*, New Delhi: Oxford University Press

McLoughlin, Seán. 2005. 'The State, "New" Muslim Leaderships and Islam as a "Resource" for Public Engagement in Britain." In *European Muslims and the Secular State,* edited by Jocelyne Cesari and Seán McLoughlin, pp.55-69. Aldershot: Ashgate.

Metcalf, Barbara D. 1981. *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900* (OUP 1981)

Metcalf, Barbara D. 1993. 'Remaking Ourselves': Islamic Self-Fashioning in a Global Movement of Spiritual Renewal. In *Accounting for Fundamentalisms*, ed. Martin E. Marty and R. Scott Appleby, pp.706-25. Chicago: University of Chicago Press.

Metcalf, Barbara D. 1996. New Medinas: The Tablighi Jama'at in America and Europe. In B. D. Metcalf (ed.) (Ed.), *Making Muslim space in North America and Europe* (pp. 110–130). Berkeley: University of California Press.

Metcalf, Barbara D. 1998. Women and Men in a Contemporary Pietist Movement: The Case of the Tablīghī Jama'at. In Jeffery, Patricia and Basu, Amrita (editors) (1998) *Appropriating Gender: Women's Activism and Politicized Religion in South Asia,* pp.107-121. New York and London: Routledge.

Metcalf, Barbara D. 2000. Tablīghī Jamā'at and Women. In *Travellers in Faith: Studies of the* Tablīghī Jamā'at *as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*, edited by Muhammad Khalid Masud, pp.44-58. Leiden: Brill

Moghissi, H. 2000. *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis,* Dhaka: The University Press Ltd

Nielsen, Jørgen S. 2004. *Muslims in Western Europe.* Edinburgh University Press.

Osella, Caroline, Osella, Filippo and Chopra, Radhika. 2004. 'Introduction: Towards a More Nuanced Approach to Masculinity, Towards a Richer Understanding of South Asian Men.' In Chopra, Osella and Osella 2004: 1-33.

Riaz, Ali 2004 *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh.* Lanham, MD, New York, London: Rowman & Littlefield.

Rinaldo, Rachel 2008 Muslim Women, Middle Class Habitus, and Modernity in Indonesia, *Contemporary Islam*, vol. 2, pp. 23-39

Rinaldo, Rachel. 2010. The Islamic Revival and Women's Political Subjectivity in Indonesia. *Women's Studies International Forum* 33, 422–431.

Roy, Asim. 1983. *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal.* Dhaka: Academic Publishers; Princeton, NJ: Princeton University Press.

Roy, Asim. 1995. *Islam in South Asia: A Regional Perspective.* Dhaka: Ankur Prakashani; New Delhi: South Asian Publishers.

Roy, Asim. 2005. Thinking over 'Popular Islam' in South Asia: Search for a Paradigm. In Mushirul Hasan and Asim Roy (eds.), *Living Together Separately: Cultural India in History and Politics*, pp.29-62. New Delhi: Oxford University Press.

Roy, Olivier. 2004. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah.* London: Hurst.

Rozario, S. 1992. *Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village.* Allen & Unwin and Zed Books: Sydney and London. 2nd edn 2001, Dhaka: University Press Ltd.

Rozario, Santi. 2001. Claiming The Campus For Female Students In Bangladesh. *Women's Studies International Forum* vol.24, no.2. pp.157-166

Rozario, Santi 2006. The New Burqa in Bangladesh: Empowerment or Violation of Women's Rights? *Women's Studies International Forum*, vol.29 no.4, pp.368-380.

Rozario, S. and Samuel, G. 2010. Gender, Religious Change and Sustainability in Bangladesh. In *From Village Religion to Global Networks: Women, Religious Nationalism and Sustainability in South and Southeast Asia*, edited by Santi Rozario and Geoffrey Samuel. Special Double Issue of *Women's Studies International Forum*, 33: 354-64.

Samuel, Geoffrey and Rozario, Santi 2010. Contesting Science for Islam: The Media as a Source of Revisionist Knowledge in the Lives of Young Bangladeshis. *Contemporary South Asia* 18

Shehabuddin, Elora 2008 *Reshaping the Holy: Democracy, Development, and Muslim Women in Bangladesh,* New York: Columbia University Press

Siddiqi, D. 2006. In the Name of Islam? Gender, Politics and Women's Rights in Bangladesh. *Harvard Asia Quarterly* Posted June 1, 2006. Downloaded from http://asiaquarterly.com/2006/06/01/ii-137/

Sikand, Yoginder S. 1999. The *Tablighi Jama'at* in Bangladesh. *South Asia* 22: 101-123.

Sikand, Yoginder S. 1999. 'Women and the *Tablighi Jama'at*. In *Islam and Christian-Muslim Relations,*10, 1; 41-52.

Sikand, Yoginder S. 2002. *The Origins and Development of the Tablighi Jama'at (1920-2000): A Cross-Country Comparative Study,* New Delhi: Orient Longman

Sikand, Yoginder 2003. Arya *Shuddhi* and Muslim *Tabligh*: Muslim Reactions to Arya Samaj Proselytization (1923-30). In Robinson, Rowena and Clarke, Sathianathan (eds.) *Religious Conversion in India: Modes, Motivations, and Meaning*: 98-118 Delhi: OUP.

Sikand, Yoginder S. 2006. The Tablighi Jama'at and Politics: A Critical Re-Appraisal. *The Muslim World* 96: 175-195.

Werbner, Pnina. 2007. 'Veiled Interventions in Pure Space: Honour, Shame and Embodied Struggles among Muslims in Britain and France'. *Theory, Culture and Society* 24, 161-186.

Werbner, Pnina 1999. Global Pathways: Working Class Cosmopolitans and the Creation of Transnational Ethnic Worlds. *Social Anthropology* 7: 17-35.

Werbner, Pnina 2006. Vernacular Cosmopolitanism. *Theory, Culture and Society* 23: 496-8.

White, Sarah 2010. Domains of contestation: Women's empowerment and Islam in Bangladesh. In Special Double Issue, *Women's Studies International Forum,* vol. 33, no.4: 334-344.

Wilson, Amrit. 2006. *Dreams, Questions, Struggles: South Asian Women in Britain* London: Pluto Press.